গল্পে গল্পে

খালিদ বিন ওয়ালীদ

ড. মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মানশাভী (মিশর)

দারুস সালাম বাংলাদেশ

গল্পে গল্পে

খালিদ বিন ওয়ালীদ

রাযিআল্লাহু আনহু

মূল

ড. সিদ্দিক আল মানশাভী (মিশর)

ভাষান্তরে

মুফতী মুস্তফা আল মাহমূদ

উচ্চতর ফতোয়া ও ইসলামী আইন গবেষণা অনুষদ।
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া,
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।

প্রকাশনায়

দারুস সালাম বাংলাদেশ

বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯
E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

www.nagorikpathagar.org

পৃষ্ঠপোষকতায়
মোসাম্মাৎ সাকিনা খাতুন
প্রকাশক
মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার
দারুস সালাম বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

পরিচালক
ফাওযুল আযিম ফাওযান

পরিচালনায়
মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯২৬২৭৩০৩৫

বিক্রয় প্রতিনিধি (পাবনা)
মোঃ মনির হোসেন
মোবাইল : ০১৭৩৪৬৪১৯১৭

বর্ণ বিন্যাস
এম. এন. কম্পিউটার ডিজাইন
৪৫, বাংলাবাজার, (৪র্থ তলা) ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৬৬২৫৯২৩

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০১৬

হাদিয়া : ১২০ টাকা মাত্র।

www.nagorikpathagar.org

অর্পণ...

আমার পরম কল্যাণকামী আসাতেজায়ে কেরাম ও
মাতা-পিতার করকমলে, যাঁরা সব প্রতিকূলতা
উপেক্ষা করে আমাকে মূর্খতার আঁধার ও
অভিশাপ থেকে রক্ষা করার নিরলস প্রচেষ্টায় নিমগ্ন...

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুবাদকের অভিব্যক্তি	৮
খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১১
ইসলাম গ্রহণ	১৩
আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরবারি	১৪
রাসূলের স্বপ্ন	১৫
ঈমানের জ্যোতি	১৫
খালিদের স্বপ্ন	১৬
খালিদ ও ইফরীত জ্বিন	১৬
ভূনা গুইসাপ	১৭
সে-ই-উজ্জা	১৭
কোরআনের সত্যায়ন	১৮
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা	১৯
কষ্টের প্রতিকার	২০
দোয়ার ফলাফল	২০
রাসূলের কেশপ্রীতি	২১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের টুপিপ্রীতি	২১
বাক-বিতণ্ডার ফল	২২
খালিদের মর্যাদা	২৩
জলাশয়ে গোসল	২৩
খালিদ কোথায়?	২৪
তাঁর উৎসর্গ	২৪
মহানুভবতা	২৫
খালিদের ঝাণ্ডাতলে	২৫
সাবধান হে খালিদ!	২৫
হিন্দার ইসলাম বিদ্বেষ ও তার ইসলাম গ্রহণ	২৭
খালিদ অধিক হকদার	২৮
খালিদ ও তাঁর নাঙ্গা তরবারি	২৯
খালিদের ঝাণ্ডা গ্রহণ	২৯
খালিদেরপ্রতি আল্লাহর ক্রোধ নেই	২৯
খালিদেরপ্রতি রাসূলের সমব্যথা	৩০
খালিদের প্রতিবাদ	৩২

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
খালিদ ও উকায়দার	৩৩
যুদ্ধেও ইসলামের শিষ্টাচার	৩৩
খালিদ ও হাছীন	৩৪
কতইনা ভালো বান্দা খালিদ!	৩৪
আল্লাহ্ যাকে কোষমুক্ত করেছেন	৩৫
শান্তি প্রিয় খালিদ!	৩৫
খালিদের দায়িত্ব পালন	৩৬
মরণপ্রিয় কওম	৩৭
আরবের সিংহ ও পারস্যের শেয়াল	৩৭
হিয়ারাবাসীর সন্ধি	৩৮
রণবীরের আক্রমণ	৩৯
মরণপ্রেমী খালিদ বাহিনী	৪০
উটওয়ালা মহিলা	৪০
পবিত্র ভূমি ও ইরাকের বাগিচা	৪১
সমরসিংহ খালিদ	৪২
সেনাপতি খালিদই	৪২
মুসলিম সেনাপতি	৪৩
খালিদের অভিজ্ঞতা	৪৩
মৃত্যুর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা	৪৪
পুনঃবহাল	৪৫
ওমর রাযি. এর চিঠি	৪৬
খালিদ রাযি. এর বীরত্ব	৪৬
খালিদ রাযি. এর বিনয়	৪৭
খালিদ রাযি. এর আমানতদারী	৪৮
ইবনে ওয়ালীদের দূরদর্শিতা	৪৮
জাতির শ্রেষ্ঠ কর্ণধার	৪৯
সমালোচনার সমাধান	৪৯
গুপ্তচর গ্রেপ্তার	৫০
নিরলস বীর সেনানী	৫১
খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. দামেশক	৫২
পরাজয়ের ভয়	৫২
আমি কৃপণ নই	৫৩
নেকাবওয়ালী বীরাঙ্গনা	৫৪

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
রণক্ষেত্রে খালিদ পত্নী	৫৫
বীরঙ্গনাদের মুক্তি	৫৬
পলায়নপর বাহিনী	৫৭
অপারগতা ও ওজর প্রত্যাখ্যান	৫৭
উত্তম ব্যক্তি খালিদ রাযি.	৫৮
খালিদের প্রতিবিম্ব	৫৯
খালিদ ও বায়তুল মুকাদ্দাছ	৫৯
অধিক মহিমান্বিত খালিদ	৬০
ধৈর্যের ফল	৬১
মেঘের উপরেও আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত	৬১
প্রশিক্ষক খালিদ	৬২
ন্যায়-বিচার	৬৩
রক্তের বন্যা	৬৩
বাহাদুর-তো-তিনিই	৬৪
ওয়াদা পূরণ	৬৪
ইসলামের রুকন	৬৫
বিশ্রাম তো জান্নাতে	৬৭
সিংহের শিকার	৬৭
খালিদ ও রুমের আমীর	৬৮
আমরা রক্ত খেতে এসেছি	৭০
খালিদের সিরাত	৭০
রাজ কন্যা	৭১
খালিদ ও পাদ্রী	৭২
খালিদের প্রতি শ্রদ্ধা	৭৩
শাহাদাতের তামান্না	৭৪
দুনিয়া বিরাগী খালিদ	৭৫
জিহাদ আমাকে ব্যস্ত রেখেছে	৭৫
বাঁচা-মরার সন্ধিক্ষণে	৭৬
কাপুরুষের চক্ষু তো বিনিদ্র নয়	৭৬
অপ্রিয় খবর	৭৭
এমন ব্যক্তির মৃত্যুতে কান্না করাটা স্বাভাবিক	৭৭
বন্ধী মুসলিম	৭৮
একটি সত্য স্বপ্ন	৭৯
সৌভাগ্যবান খালিদ	৮০

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদকের অভিব্যক্তি

সকল প্রসংশা মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। যিনি বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা ও পরিচালক। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, জনাব মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর।

বক্ষ্যমাণ বইটি কোন রূপকথা বা কল্পকাহিনী সম্বলিত নয়। আরববিশ্বের স্বনামধন্য লেখক ও বিদগ্ধ গবেষক, আলেম সমাজে সুপরিচিত মুখ ড. সিদ্দিক আল মানশাভী সাহেবের রচিত (مأة قصة من قصص خالد بن الوليد) নামক অনবদ্য কিতাবটির সাবলীল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ। এতে তিনি ইসলামি আকাশের উজ্জল নক্ষত্র, সাহস ও বীরত্বে অনন্য-অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, জাতির সফল কর্ণধার, রণাঙ্গনে অতন্দ্রপ্রহরী উম্মাহর, সমর কৌশলের আধার, সার্থক সিপাহসালার, শ্রেষ্ঠ রণবীর, সাহাবিয়ে জলীল হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর সংগ্রামী জীবনে ঘটে যাওয়া অসংখ্য ঘটনাবলী থেকে হৃদয়ছোঁয়া শত ঘটনা একত্রিত করেছেন।

যারা নবীয়ে রহমাত, হযরত মুহাম্মাদ-মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম আদর্শ ও নিরলস সাধনা-মেহনতের বরকতে শিরক-কুফরির পঙ্কিলতা বর্জন করে, আল্লাহর যমিনে আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করতে নিজেদের প্রাণ বিলিয়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন, নির্ভীক-অকুতোভয় হয়ে, পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে শত্রুর মুকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন, শাহাদাতের অদম্যস্পৃহা বুকে লালন করে অকাতরে জান উৎসর্গ করতে অগ্রগামিতায় লিপ্ত হতেন; আর যাঁদের বিরত্ব, কৃতিত্ব ও সাহসিকতার কথা ইতিহাসের পাতায় প্রজ্জোল এবং ভাস্বর হয়ে আছে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ছিলেন তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠজন। হক্ক-বাতিলের লড়াইয়ে হক্বের পক্ষে যিনি দৃঢ় ও অবিচল এবং সাহসী ও বীরের অগ্রণীভূমিকা রাখার দরুন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক কিংবদন্তি অনুসরনীয় ব্যক্তিত্ব। যাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা উপমা এবং প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

অতএব, ইসলামপ্রিয় ভাই-বোনদেরকে ঈমানী দাবির ভিত্তিতে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, আপনার কৈশোর উত্তীর্ণ উর্বর মনের অধিকারী সোনামনিদের উজ্জল ভবিষ্যৎ গড়তে রুপকথা ও কল্পকাহিনীর বই পরিহার করে, এমনসব ক্ষণজন্মা মহাবীর-মহান মনীষীদের ঘটনা সম্বলিত পুস্তক পড়তে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও অভ্যস্ত করে তুলুন।

পাশাপাশি, সুধী পাঠকবৃন্দের কাছে করজোড়ে অনুরোধ রইল যে, মানুষ মাত্রই ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। কেননা, মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই আমাদের অনুবাদে যদি কোনো তথ্য ও ভাষাগত ভুল অথবা মুদ্রণপ্রমাদ কোন সুহৃদপাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাদের অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করার চেষ্টা করবো ইনশা'আল্লাহ।

পরিশেষে মহান প্রভুর দরবারে আকুতি এই যে, সব ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে বইটির লেখক, পাঠক ও অনুবাদক সবাইকে আপনার দ্বীনের জন্য কবুল করুন...আমীন।

বিনীত

মুস্তফা আল্ মাহমূদ

জামিয়া মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

১৮-১-১৬ ইং

www.nagorikpathagar.org

খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সাহসী কনক খালিদ। যাঁর সাদৃশ্য প্রসবে অক্ষম নারীকুল। এমন সাহসী ছিলেন, যিনি কেবল বিজয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বাপর কোন যুদ্ধে তিনি পরাজিত হননি...

মহান আল্লাহর উন্মুক্ত তরবারি, সাহায্যপ্রাপ্ত দলপতি, ইসলামের অশ্বারোহী সৈন্য, দুঃসাহসী অগ্রনায়ক, অগ্রপানে হামলাকারী, রণাঙ্গনের সিংহ-কেশরী, মহান প্রতিভাবান অমর ব্যক্তি, তাপস সেনাপতি, অভিযানের বাজপাখী, একত্ববাদের ঝাণ্ডা বহনকারী, সফল সিপাহসালার, জাতির কর্ণধার, বীর নওজোয়ান, মর্যাদা ও কল্যাণের মূর্তপ্রতীক, আবু সুলাইমান হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ বিন আলমুগীরা, আলকুরাইশী, আলমাখযূমী, আলমাক্কী। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী, উম্মুল মুমিনিন মায়মুনা রাযি.-এর বোনপুত্র।

জাহেলি যুগে তিনি ছিলেন কুরাইশ গোত্রের একজন বীর সন্তান এবং সুধীজন। তাঁর বীরত্বের জন্য তাঁকে বংশের খিলান ও লাগাম জ্ঞান করা হতো। কারণ, সৈন্যবাহিনীকে সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করতে যে অস্ত্র ও রসদের প্রয়োজন হতো, তা সংরক্ষণের জন্য তারা খিলান বা তাবু তৈরি করতো। আর সেই খিলানই ছিলো তাদের শক্তি সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম। লাগাম বলার কারণ ছিলো তিনি যেহেতু সর্বদাই যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়তেন এ জন্য। ওমরায়ে হুদায়দিয়া পর্যন্ত তিনি কুরাইশদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছেন। সহী রেওয়ায়েত যার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বাপর কোন যুদ্ধে তিনি পরাজিত হননি। সুল্হে হুদায়বিয়ার পর হিজরত করে মদীনায় যান এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হোন। তাঁর ইসলাম গ্রহণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশি হোন। অশ্বে আরোহন করিয়ে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতার যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং সাইফুল্লাহ আলমাস্লূল বা খোদার নাঙ্গা তরবারির উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান মুখপাত্র। কেননা, সর্বদায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঘোড়ায় আরোহন করিয়ে মুজাহিদিনদের জিম্মাদার নিযুক্ত করতেন। তিনি মক্কা বিজয় সহ হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। পৌত্তলিক আরবদের উজ্জা নামক মূর্তিটি তিনিই ধ্বংস করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নিজের বর্ম পরিধান ও তীব্র দৃষ্টিকে আল্লাহর রাস্তার জন্য নিবদ্ধ রেখেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বড় বড় আরব সেনাপতিদের প্রতিপক্ষ করে প্রেরণ করেছিলেন। আর তিনিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযি. মুরতাদ-ধর্মত্যাগী ও ধর্মদ্রোহী এবং মিথ্যা নবুয়াতের দাবিদার মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে জিহাদে তাঁর থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁকে ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন। ফলে তার একাংশ তিনি জয় করেন। এরপর শামের দিকে পাঠালে তিনি তাঁর সহযোগিদের সাথে নিয়ে মাত্র পাঁচ দিনে স্থলপথ অতিক্রম করে মরুর বুক চিরে, ইরাক পার হয়ে শাম সীমান্তে পৌঁছান এবং সেখানে উপস্থিত মুজাহিদদের আমীর নিযুক্ত হোন।

একপর্যায়ে ওমর রাযি. তাকে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের পক্ষে আল্লাহর সাহায্য আসা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর সর্বাঙ্গে ছিল শহীদি প্রেরণা। যখন তাঁর দুয়ারে মৃত্যু উপস্থিত! তখন তিনি কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন, হায়! কত যুদ্ধে শরীক হলাম। ফলে আমার শরীরে এমন কোন অঙ্গ নেই, যাতে তরবারির আঘাত বা তীরের যখম অথবা বর্শার আঘাতের চিহ্ন নেই। অথচ এই আমি! আমার বিছানায় উটের ন্যায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করছি। কিন্তু ভীতু কাপুরুষদের চক্ষুসমূহ তো বিনিদ্র নয়। ক্ষণজন্মা এই মহান মনীষী, মহাবীর একুশ হিজরীতে এই অভিশপ্ত নশ্বর ধরা ত্যাগ করে পরপারে পারি জমান। তাঁকে প্রসিদ্ধ হিমছ শহরে সমাধিস্থ করা হয়।

–সিদ্দীক আল মানশাভি (মিশর)

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম গ্রহণ

বিখ্যাত সাহাবী আমর ইবনুল আছ রাযি. মক্কা থেকে চলেছেন হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাৎ করে পরিবার পরিজন নিয়ে তাঁর প্রতিবেশিত্ব গ্রহণ করার জন্য। সাথে নিয়েছেন অনেক উপহার সামগ্রী। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন নাজ্জাশী বাদশার দরবার থেকে আল্লাহর রাসূলের দূত বের হচ্ছেন। তাঁর নাম আমর ইবনে উমাইয়্যা আদ্দামীরী রাযি.। আমর ইবনুল আছ মনে মনে ভাবছিলেন যে, এই তো সুযোগ যদি এখন আমি নাজ্জাশীর নিকট প্রবেশ করে আমর ইবনে উমাইয়্যাকে আমার হাতে সোপর্দ করতে অনুরোধ করি, আর তিনিও আমার অনুরোধে রাজি হয়ে তাকে আমার হাতে সোপর্দ করেন, যাতে আমি তার গর্দান দেহ থেকে আলাদা করে দিতে পারি। তাহলে কুরাইশগণ টের পেতো যে, আমি কত বাহাদুর! মুহাম্মাদের দূতকে আমি হত্যা করতে সমর্থ হয়েছি। যেই ভাবা সেই কাজ। দ্রুত উপস্থিত হলো আমর ইবনুল আছ নাজ্জাশীর দরবারে। এরপর বাদশাকে বললো জাহাপনা! আমাদের এক দুশমনকে আপনার দরবার থেকে বের হতে দেখলাম। আপনি তাকে আমার কাছে সোপর্দ করুন, যাতে করে আমি তাকে হত্যা করতে পারি। তার এমন কথা শুনে বাদশা রাগান্বিত হয়ে বললেন ওহে বেদুইন! তুমি আমাকে তোমার হাতে এমন এক লোককে সোপর্দ করতে বলছো যিনি, এমন এক ব্যক্তির দূত যাঁর কাছে ঐ মর্যাদাবান বার্তাবাহক গমনাগমন করেন, যিনি মূসা আ. ও ঈসা আ.-এর কাছে আগমন করতেন। ওহে বেওকূফ! তুমি কিনা তাঁর দূতকে হত্যা করতে মনস্থ করছো। ওহে দুর্ভাগা! আমার কথা ধরে তাকে অনুসরণ কর। বাদশার এমন জোড়ালো বক্তব্যে আমর ইবনুল আছ প্রভাবিত হয়ে বললেন, হে মহানুভব! তাহলে আপনি তাঁর পক্ষে আমাকে বায়াত করেন। অতঃপর বাদশা আমর ইবনুল আছ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষে বায়াত গ্রহণ করেন। এবার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু মিত্রে পরিণত হয়ে প্রত্যাবর্তন করছেন মক্কার দিকে। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হলো খালিদ বিন ওলীদের সাথে। ঘটনাটি ছিলো মক্কা বিজয়ের পূর্বে। আমর ইবনুল আছ খালিদ বিন ওয়ালীদকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু সুলাইমান! কোথায় চলছো? খালিদ বিন ওয়ালীদ উত্তর

www.nagorikpathagar.org

দিলেন খোদার কসম! বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, লোকটি (মুহাম্মাদ) সত্য নবী। আমি যাচ্ছি ইসলাম গ্রহণ করতে। হে আমর! তোমার অভিমত কী? তোমার কী এখনও সময় হয়নি ? খালিদ বিন ওয়ালীদের কথা শুনে আমর ইবনুল আছ তো খুশিতে আটখানা; আরে আমিও তো ইসলাম গ্রহণ করতেই যাচ্ছি। হাবশা থেকে আমার প্রত্যাবর্তন কেবল ইসলাম কবুলের জন্য। অতঃপর মদীনায় এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট তারা নিজেদের সঁপে দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে উভয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয় পাত্র বনলেন। –মুসনাদে আহমদ:১৭৩২৩।

আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরবারি

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে বের হলেন। সাথে কুরবানির জন্তুও নিলেন। যুলহুলাইফা নামক স্থানে গিয়ে তাঁরা অবস্থান করলেন। হঠাৎ ওমর রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন এক গোত্রের মাঝে যাচ্ছেন যেখানে যুদ্ধ সুনিশ্চিত। অথচ আপনার সাথে নেই কোন অস্ত্র ও রসদপত্র। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদলকে মদীনায় পাঠালেন। তারা মদীনার সব অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে আসলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে নিয়ে মক্কার দিকে চললেন। যখন মক্কার নিকটবর্তী হলেন, মক্কার কাফেররা তাকে প্রবেশ করতে বাধা দিলো। ফলে তিনি মিনা অভিমুখে রওনা করলেন। মিনায় পৌঁছার পর তাঁর নিকট খবর আসলো যে, ইকরামা ইবনে আবু জাহেল পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তাকে আক্রমণ করার জন্য বের হয়েছে। খবর শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ বিন ওয়ালীদকে ডেকে বললেন, হে খালিদ! শুনেছো, তোমার চাচাতো ভাই নাকি তোমার দিকে অশ্বারোহী হয়ে ধেয়ে আসছে? খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরবারি। সুতরাং আপনার যেখানে ইচ্ছা আমাকে নিক্ষেপ করুন। এমন মূহুর্তে চমকপ্রদ উত্তর শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুগ্ধ হলেন এবং তাকে ইকরামা ইবনে আবু জাহেলের মোকাবিলায় যুদ্ধে পাঠালেন। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাকে পরাজিত করলেন এবং মক্কার গর্ভে প্রবেশ করালেন। অতঃপর আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন...অর্থ– "তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হস্ত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হস্ত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন। তারাই তো কুফরী করেছিল এবং মসজিদুল-হারাম থেকে তোমাদেরকে নিবৃত্ত করেছিল ও বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হতো যদি এমন কতক মুমিন নর ও নারী না থাকতো যাদেরকে তোমরা জান না, তোমরা তাদেরকে পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে, ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এই জন্য যে, তিনি াকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। যদি তারা পৃথক হতো, আমি াদের মধ্যে কাফেরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম।" –সূরা ফাত্হাঃ ২৫। ারিখে তাবারীঃ ১১৭/২

রাসূলের স্বপ্ন

'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন যে, আবু তাঁর নিকট হাজির হয়ে ইসলামের বায়াত গ্রহণ করছে। এরপর িলদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাঁকে বলা হলো াপনার স্বপ্ন সত্য এবং তা বাস্তবায়ন হয়েছে। একথা শুনে তিনি ...লন যে, অচিরেই আরো একজন মুসলমান হবে। অতঃপর ইকরামা ২বনে আবু জাহেল মুসলমান হোন। –মুস্তাদ্রাকে হাকেম :২৭১/৩।

ঈমানের জ্যোতি

আল্লাহ্ তায়ালা খালিদ বিন ওয়ালীদের সর্বাঙ্গে ঈমানের আলো জ্বালিয়ে দিলেন। তাঁর অন্তর ও দেহ প্রাণ ঈমানের নূরে নূরান্বিত করে দিলেন। শিরকের পঙ্কিলতা তাঁর থেকে দূরীভূত করলেন। এবার তিনি দৃঢ় ও প্রত্যয়ের সাথে সত্যের পথ গ্রহণ করলেন। একদিন তিনি পৌত্তলিক আরবদের মর্যাদাপূর্ণ দেব-মূর্তি 'লাত ও উজ্জা' এর নিকট গিয়ে সত্যস্বরে, বজ্রকণ্ঠে বলতে লাগলেন, হে উজ্জা-লাত! কুফরা'নাক-কুফরা'নাক, হে আল্লাহ! সুবহা'নাক-সুবহা'নাক। অর্থাৎ- মহান আল্লাহ্ জিন্দাবাদ লাত-উজ্জা নিপাত যাক। আমি দেখছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোদের অপদস্ত করবেন। –সিয়েরু আলা'মিন্নুবালা- ৩৬৯ /১।

www.nagorikpathagar.org

খালিদের স্বপ্ন

ইসলামের সিংহপুরুষ, সাহসী কনক খালিদ তাঁর বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন। স্বপ্নে দেখছেন তিনি খরা আর অনাবৃষ্টি কবলিত এক নিষ্প্রাণ ভূমিতে বিচরণ করছেন। এমন অনাবৃষ্টি, যার দরুন মাঠে কোনও ফসল ও শস্যের আবাদ দুষ্কর। খরার করালগ্রাস ধ্বংস করছে সব আবাদি ফসল। খানিকবাদে প্রবেশ করলেন এক সবুজ শ্যামল উর্বর ভূমিতে, যা ছিলো সুপ্রশস্ত, আসমানসম বিস্তৃত। এরপর যখন মদীনায় হিজরত করে মুসলমান হলেন, তখন তার এই স্বপ্নটি আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর নিকট বর্ণন করলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাযি. তার বর্ণনা শুনে বললেন যে, তোমা স্বপ্নের বিস্তৃত ভূমিটি হলো ইসলাম যার সুশীতল ছায়ায় আল্লাহ তোমা আশ্রয় দান করেছেন এবং সংকীর্ণ ভূমিটি হলো তোমার শিরক বা কু যাতে তুমি এতদিন নিমজ্জিত ছিলে। –তারিখে ইবনে কাসীর ২২৭/১৬।

খালিদ ও ইফরীত জ্বিন

একবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর উপর ইফরীত জ্বিন চড়াও দুষ্ট জ্বিন ইফরীত তাকে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ভীতি প্রদর্শন করে। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. খুব ঘাবড়ে গেলেন। ফলে তাঁর কোষ থে তরবারি বের করে তাকে আঘাত হানতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর কোষ মুক্ত তরবারিতে একজন উঁচু মর্যাদার সাহাবী আক্রান্ত হচ্ছেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবগত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে একটু আগে জিবরাইল আমীন জানালেন যে, ইফরীত জ্বিন তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। অতএব হে খালিদ! এই ভয় থেকে বাঁচতে তুমি এই দোয়া পড়বে...অর্থ– 'আমি আল্লাহর নিকট পানা চাচ্ছি (ঐসব কালিমার মাধ্যমে যেগুলো অতিক্রম করতে পারেনা কোন সৎ ও অসৎ লোক) আসমান থেকে অবতীর্ণ সব অনিষ্ট থেকে এবং যা তাতে উড্ডীন করে। যমীনে যে সব অনিষ্ট ছড়িয়ে আছে সে সব থেকে এবং যা যমীন থেকে উদ্ভূত হয় তা থেকে। রাত-দিনের অনিষ্টতা থেকে পানা চাই এবং

www.nagorikpathagar.org

রাতে আগমনকারীর সর্ব প্রকার অনিষ্টতা থেকে। তবে তার কল্যাণ থেকে নয় ইয়া রহমান! খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এই দোয়ার আমল শুরু করলেন,ফলে তাঁর সেই ভয় দূরীভূত হয়ে গেলো।

–মুছান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৫০/৫।

ভূনা গুইসাপ

একদা খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা রাযি. এর ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে একটি ভূনাকৃত গুইসাপ পেলেন। যা তাঁদের খাবারের জন্য পরিবেশন করা হয়েছে। গুইসাপ দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত গুটিয়ে নিলেন। ওদিকে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাত গুটাতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গুইসাপ কি হারাম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না হারাম নয়। তবে যেহেতু আমাদের এলাকায় এর বসবাস নেই ফলে তা ভক্ষণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখি! এ কথা শুনে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তা নিয়ে খাওয়া শুরু করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খেতে দেখেও বারণ করলেন না।

–সিয়ারু আলা'মিননুবালা : ৩৬৮/১।

সে-ই-উজ্জা

আল্লাহ জাল্লা শা'নুহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কার বিজয় দান করলেন। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখরিত হলো পবিত্র মক্কার আকাশ-বাতাস। মহান আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম যখন মক্কার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলো, বীর সেনানী খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর নির্ভীক সৈন্য বাহিনী নিয়ে বাওয়াছিল থেকে ছুটলেন দেব-মূর্তি উজ্জার দিকে, যা তিনটি মজবুত কাষ্ঠের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কাঠ তিনটি ভেঙ্গে ফেললেন। অতঃপর বিজয়ী বেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে এলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, হে খালিদ! তোমার কাজ পূর্ণতা লাভ করেনি। এ

www.nagorikpathagar.org

কথা শুনে তিনি পুনরায় ছুটলেন উজ্জার দিকে। এবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে দেখে মূর্তির রক্ষকরা চিল্লা-চিল্লি শুরু করে দিলো এবং উচ্চ আওয়াজে বলতে লাগলো, ওহে উজ্জা! তার মস্তক বিকৃত করে দাও। তাকে গ্রাস করে নাও। এসব কথা শুনেও খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ঈমান ও বাহাদুরির স্থানে অনড় ও অটল রইলেন। একটু পর হঠাৎ তিনি উজ্জা মূর্তির স্থানে একজন উলঙ্গ, ধূলি ধূসরিত কেশ বিশিষ্ট মহিলাকে দেখতে পেলেন। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাৎক্ষণিকভাবে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাকে প্রাণে মেরে ক্ষান্ত হোন। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘটনা জানালেন। সব শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ধূলি ধূসরিত সেই উলঙ্গ মহিলাটিই মূলত উজ্জা ছিলো। –মাজমাউজ্ যাওয়ায়েদ : ৭৬ /৯।

কোরআনের সত্যায়ন

বনু মুস্তালিকের ঈমানী অবস্থার অবগতির জন্য হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ালীদ ইবনে ওক্ববা রাযি.কে পর্যবেক্ষণকারী হিসাবে পাঠালেন। ওদিকে লোকজন ওয়ালীদ রাযি.কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিশাল জামাত নিয়ে বস্তি থেকে বের হলেন। কিন্তু তিনি ভাবলেন তারা তাকে হত্যা করার জন্য বের হয়েছেন। ফলে ভুল বুঝে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ফিরে এলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বনু মুস্তালিক তো মুরতাদ হয়ে গেছে। এমন খবর শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ইসলামের সিংহপুরুষ, খোদার নাঙ্গা তরবারি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কে তাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর সৈন্য বাহিনী নিয়ে বনু মুস্তালিক বস্তির অনতিদূরে তাদের চোখের আড়ালে অবস্থান গ্রহণ করলেন। অনেক্ষণ অবস্থান করার পর একপর্যায়ে তাদের বস্তি থেকে আজানের আওয়াজ ভেসে আসলো মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.এর কর্ণকুহরে। তাদের দৃষ্টিনন্দন নামাজের দৃশ্য সসস্ত্র মুসলিম বাহিনীর ভুল ভেঙ্গে দিলো। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর বাহিনীকে নিয়ে মদীনায় ফিরে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

www.nagorikpathagar.org

বললেন যে, তারা তো সবাই পাক্কা মু'মিন ও উত্তম ইবাদতকারী। অতএব ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ঘটনার সত্বতা যাচাই করে দেখুন। এরপর আল্লাহ তায়ালা খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর কথা সত্যায়ন করে নাযিল করলেন– "হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্তও না হতে হয়।"

–সূরা হুজরাত:আয়াত-৬।

–তারিখে ইবনে আসাকির: ২৩২ / ৬৩।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা

পাথরীভূমি মদীনার রাস্তায় বের হয়েছেন দুজাহানের সরদার। আনন্দে পুলোকিত রাস্তার ধূলিকণা। তাঁর পবিত্র পায়ের ছোঁয়াতে যেন তারা ধন্য। সাথে আছেন আবু হুরায়রা রাযি. প্রয়োজনে কিছু সহযোগিতা করার জন্যে। দু'জনে পথ চলছেন- হঠাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জুতার ফিতা ছিড়ে গেলো। আবু হুরায়রা রাযি. তার জুতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে বাড়ালেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং নিজের জুতা স্বয়ং নিজেই ঠিক করার জন্য এক গাছের ছায়ায় বসলেন। এই পথ ধরেই আসছে এক ব্যক্তি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরায়রা রাযি. কে ডেকে বললেন, দেখ তো তাকিয়ে লোকটা কে? আবু হুরায়রা রাযি. বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো অমুক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে তো অনেক মন্দ লোক। এরপর দূর থেকে আরেকজনকে আসতে দেখে বললেন, হে আবু হুরায়রা! আগন্তুক ঐ লোকটি কে? আবু হুরায়রা রাযি. উত্তর দিলেন, সে তো অমুক ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আরে সে-ও তো অনেক মন্দ লোক। অতঃপর তৃতীয় একজন কে আসতে দেখে বললেন, জান কি সে কে? আবু হুরায়রা রাযি. উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.। এবার হযরত নবী করীম

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ব্যাপারে মন্তব্য করে বললেন ও! সে তো অনেক ভাল মানুষ। আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আমি অপর দুই জনের নাম কখনও কাউকে বলবো না। —মাতালিবুল আলিয়া:৪০০৬।

—মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা: ১২৩ /১২।

কষ্টের প্রতিকার

এক বদকার-নির্বোধ মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনেক গালি-গালাজ করতো। তার কথা ও কাজের দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতো। মদীনা মুনাওয়ারার এই শট মহিলার খবর পৌঁছলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মহিলার কুফরের উপর বহাল থাকা ও হেদায়েত না পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর ঘোষণা করলেন যে, কে আমার এই শত্রুকে প্রতিহত করবে? তৎক্ষণাত লাব্বাইক বলে দাঁড়িয়ে গেলেন ইসলামের সূর্যপুরুষ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর হাবীব মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কষ্টের প্রতিকার করতে। সঙ্গে সঙ্গে একদল জানবাজ নওজোয়ানদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কুখ্যাত মহিলার জান ক্ববজ করতে। অতঃপর মহিলার কাছে পৌঁছে প্রিয় মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কষ্ট দূর করতে নিজ হাতে তাকে হত্যা করেন। —তারিখে ইবনে আসাকির: ৩২৫ /১১।

দোয়ার ফলাফল

একদিন খুব ধীর গতিতে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চললেন তার জীবিকার সংকীর্ণতার কথা বলতে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে তার সঙ্গীন অবস্থার কথা বর্ণনা করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে খালিদ! তোমার হাতদ্বয় আসমানের দিকে প্রসারিত করো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথামত তিনি হাত তোলে দোয়া করলেন। ফলে মহান পালনকর্তা তাঁর মুনাজাত কবুল করলেন।

—মাজমাউজ যাওয়ায়েদ ১৬৯/১০।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলের কেশপ্রীতি

সচ্ছ-নির্মল আবহাওয়ায় আল্লাহর নাঙ্গা তরবারি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর প্রিয় হাবীব মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছলেন। ওমরা আদায় করে হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মুণ্ডন করতে বসেছেন। চারপাশে তাঁর ন্যায়পরায়ণ সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে বাতাসে উড়ন্ত চুলগুলো ধরার চেষ্টা করছেন। তাদের কেউ একটা আবার কেউ দুটো চুল পেলেন। সাহসী প্রেমিক খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.ও প্রিয় মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় চুল পেতে হাত প্রসারিত করলেন। ফলে মাথার অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ তাঁর হাতে পেয়ে যান। বরকত হাসিলের জন্য সেই কেশগুচ্ছ তাঁর পাগড়ির নিচে রেখে দিলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বলেন, সেই কেশগুচ্ছ পাগড়ির নিচে রেখে আমি যেদিকেই যুদ্ধে গিয়েছি, সেদিকেই বিজয় লাভ করেছি। – মাতালিবুল আলিয়াঃ ৪০১১।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের টুপি প্রীতি

আরবের মুশরিকরা উত্তেজিত হলো। ইসলামের প্রাণপুরুষ, দু:সাহসী সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর নাঙ্গা তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন শত্রুদের মস্তক মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে। যুদ্ধ করতে করতে একপর্যায়ে মাথা থেকে তাঁর টুপিটি পড়ে যায়। টুপিটির বিচ্ছেদে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হোন। অতঃপর তাঁর বাহিনী নিয়ে আবার শত্রুদের উপর আক্রমণ হানলে শত্রু দলের অনেক সৈন্য নিহত হয়। ঘটনাক্রমে তাঁর বাহিনীরও এক বিরাট অংশ শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতের পথে পারি জমান। বাহ্যিকভাবে তাঁর বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অনেক মুজাহিদীন বলাবলি করতে লাগলো যে, এই মর্মান্তিক হত্যা কাণ্ডটা সেনাপতির একটি টুপির কারণে ঘটে গেলো। অনেকে তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললো যে, আপনি কেবল আপনার একটি টুপির কারণে এমন রক্তপাত করলেন। এসব শুনে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ভারাক্রান্ত বিনম্র কণ্ঠে বললেন, না ভাই! শুধু একটা টুপির কারণে আমি এই যুদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

পরিচালনা করিনি। বরং টুপিটির মধ্যে আমার হাবীব মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কেশগুচ্ছ সঞ্চিত রেখেছিলাম। যেগুলোর বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে আমি শুধু এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছি।

–আশ্ শিফা-৫৪০/আল হাকেম : ২৯৯ /৩।

বাক-বিতণ্ডার ফল

একবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এবং আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. এর মাঝে কোন এক বিষয় নিয়ে কিছু কথা কাটা-কাটি হয়। এক পর্যায়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. কে খুব বকা-বকি করলে আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। ইতিমধ্যে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন যে, আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। এটা দেখে তিনি আরও বেশি রেগে গেলেন এবং অনেক বকা-বকি করলেন। এসব কিছু দেখেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ রইলেন। ওদিকে আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. কান্না শুরু করলেন। তার গাল দিয়ে অশ্রু বেয়ে পড়ছে। তিনি ব্যথিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তার অবস্থা দেখছেন না? এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কে সরাসরি কিছু না বলে কৌশলে বললেন! যে আম্মারের সাথে শত্রুতা করে, সে মূলত আল্লাহর সাথে শত্রুতা রাখে। আর যে আম্মারকে রাগান্বিত করে, সে মূলত আল্লাহকে রাগান্বিত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন বক্তব্যে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. খুব প্রভাবিত হলেন। এতক্ষণে তার দিলে আম্মার রাযি. এর ভালবাসা স্থান করে নিয়েছে। তিনি বলেন যে, সেখান থেকে বের হওয়ার পর আমার কাছে আম্মার রাযি.কে খুশি করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু ছিল না। সেখান থেকে বের হয়ে সোজা আম্মার রাযি. এর নিকট চলে গেলাম এবং তাকে খুশি করে তারপর ক্ষান্ত হলাম।

–মুসনাদে আহমাদ-১৬৩৭৩/৩।

www.nagorikpathagar.org

খালিদের মর্যাদা

অত্যন্ত ধীর গতিতে গম্ভীরভাব নিয়ে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে। নাম তার আব্দুর রহমান বিন আউফ। এসেছেন খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর বিরুদ্ধে নালিশ করতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নালিশ শুনছেন। ইতিমধ্যে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.ও সেখানে উপস্থিত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরুজনের ভঙ্গিতে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কে বললেন, হে খালিদ! তুমি এমন একজন মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো, যে কিনা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। তাঁর মর্যাদা কত উঁচু জান? যদি তুমি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ দান করো, তবুও তাঁর সামান্য আমলের সমান হবে না। এবার আদবের সহিত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আমার সাথে লেগেছে। ফলে আমি শুধু তাদের পাল্টা জবাব দিয়েছি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কী জান! আল্লাহর কাছে খালিদের কত মর্যাদা? তোমরা তাকে কষ্ট দিও না। কেননা খালিদ আল্লাহর উন্মুক্ত তরবারিসমূহের একটি। তাঁকে আল্লাহ কাফেরদের মুকাবিলা করার জন্য নিযুক্ত করেছেন। –মাতালিবুল আলিয়া-৪০০৮।

জলাশয়ে গোসল

একদা খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ও আব্দুর রহমান বিন আউফ রাযি.এক মিষ্ট পানির জলাশয়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রখর রৌদ্রময় দিন হওয়ায় তারা অনেক ঘর্মাক্ত এবং ক্লান্ত হয়ে গেলেন। ফলে তারা সেই জলাশয়ে নেমে গোসল করলেন। সেখান থেকে ফিরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের গোসলের কথা জানালেন। অবগত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে খালিদ! তোমরা সেখানে কিভাবে গোসল করেছো? উত্তরে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে ঘিরে বেষ্টনি দিয়েছি সে গোসল করেছে। আর সে বেষ্টনি দিয়েছে আমি গোসল করেছি। উত্তর শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উজ্জল আলোকিত মুখমণ্ডল নিয়ে উঁচ্চ আওয়াজে বললেন যে, হে খালিদ! তোমরা যদি এভাবে গোসল না করতে তাহলে আমি তোমাদের অনেক প্রহার করতাম।

–মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বা: ২৮৫ /১।

www.nagorikpathagar.org

খালিদ কোথায়?

খায়বারের যুদ্ধ যখন তুঙ্গে। বাণের উড়াউড়ি আর অস্ত্রের কাটাকাটি চলছিল। দ্বীনের সূর্যপুরুষ মৃত্যুমুখে নিজেকে ঠেলে দিয়ে, অস্ত্র নিয়ে ছুটলেন সম্মুখসমরে। একের পরে এক তিনি আঘাত হানছেন। একপর্যায়ে তিনি অনেক গুরুতর আঘাত পেলেন। বাতাসের গতিতে তাঁর আঘাতের খবর পৌঁছলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট। খবর শুনা মাত্রই তিনি বেরিয়ে পড়লেন খালিদের খোঁজে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলে দাওতো আমাকে, খালিদ কোথায় আছে? অনেক কষ্টে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খুঁজে পেলেন, এমতাবস্থায় যে, খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর ঘোড়ার জিনের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তার ক্ষতস্থান থেকে তাজা খুন বেয়ে পড়ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর পাশে বসলেন এবং তাঁর আরোগ্যের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র মুখের থুথু খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। –ইত্তেহাফে খিয়ারাহ : ৯১৩৯।

তাঁর উৎসর্গ

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাত আদায় করার জন্য লোক পাঠালেন। যাকাত আদায়কারী ফিরে এসে বললো যে, তিনজন মানুষ ব্যতীত সবাই যাকাত আদায় করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কারা সেসব লোক? তাদের নাম বলো। যাকাত আদায়কারী উত্তরে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা হলো ইবনে জামীল, খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং আব্বাস ইবনে আ. মুত্তালিব। তাদের নাম শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, ইবনে জামীল যাকাত আদায় করেনি? সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এতবড় দৃষ্টতা দেখাতে পাড়লো! অথচ সেতো ছিলো অত্যন্ত নিঃস্ব-দরিদ্র ব্যক্তি। আমার দোয়ার বরকতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধনী বানিয়েছেন। তবে খালিদের প্রতি তোমরা তো দেখি জুলুম করছো। কারণ, বেচারা তাঁর সব মাল-সম্পদ তথা অস্ত্র-সস্ত্র, বর্ম, ঘোড়া ইত্যাদি আল্লাহর রাস্তার জন্য

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ করে দিয়েছে। আর আব্বাছের বিষয়টি আমার ওপর ছেড়ে দাও। কারণ, চাচা তো পিতার মতই। অতএব আমার ওপর এবার দ্বিগুন যাকাত রইলো, আমি দ্বিগুন যাকাত আদায় করবো ইনশা'আল্লাহ।–নাসায়ী-২৪৬৪।

মহানুভবতা

আলওলীদ ইবনে ওলীদকে ক্বাবিলায়ে খুজা'য়া হত্যা করেছিলো। ওলীদের গোত্র ক্বাবিলায়ে মাখযুমের লোকজন ক্বাবিলায়ে খুজা'য়ার কাছে আলওলীদ হত্যার মুক্তিপন তলব করলো। বুছর ইবনে সুফইয়ান নামে খুজা'য়া গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলো। সে ও তার পুত্র তখন মক্কায় অবস্থান করছিলো। তার গোত্রের কাছে মুক্তিপন চাওয়ার কথা শুনে সে মাখযুম গোত্রের কাছে তার ছেলেকে যামানত হিসাবে সোপর্দ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিপণ না দিতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ছেলে তাদের কাছে বন্দী থাকবে। এরপর খালিদ বিন ওলীদ রাযি. বুছর ইবনে সুফইয়ানের ছেলের কাছে আসলেন এবং তাকে পানাহার করিয়ে, সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়ে, সুগন্ধি মেখে বললেন, হে বুছরের ছেলে! তুমি তোমার বাবার কাছে চলে যাও। ছেলেটি খুশিমনে তার বাবার কাছে ফিরে গেলো। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর মহানুভবতা দেখে বুছর ইবনে সুফইয়ান বিস্ময়ে খুব তাড়াতাড়ি মুক্তিপন আদায় করলো। –আল ইছাবা ২৯৩/১।

খালিদের ঝাণ্ডাতলে

বনু সালেমের একলোক মদীনার সচ্ছ-নির্মল পরিবেশে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণে করে নিজ কওমের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলো। পথিমধ্যে তার কওমের অস্ত্রে সজ্জিত এক হাজার অশ্বারোহী বাহিনী দেখতে পেলেন। তাদের গতিবিধি লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথায় রওয়ানা করেছো? উত্তরে তারা বললো, আমরা মুহাম্মাদকে কতল করতে যাচ্ছি। যেহেতু সে আমাদের মূর্তির দোষ বর্ণনা করে। সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী লোকটি তাদেরকে বললো, আরে আমি তো তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করেছি; চলো তোমরাও ইসলাম গ্রহণ করে তার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নাও। লোকটির কথায় তার কওম সাড়া দিলো এবং

www.nagorikpathagar.org

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করলো। অতঃপর তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমাদের কী করণীয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা এখন খালিদের ঝাণ্ডা তলে স্থান গ্রহণ করো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মতো তারা খালিদ বিন ওলীদ রাযি.এর পতাকার তলে স্থান গ্রহণ করে যুদ্ধে অংশ নিলো। –ইবনে আসাকির ৩৮৪/৪।

সাবধান হে খালিদ!

স্বলাজ বদনে, অবনত নয়নে, ছোট ছোট পদচারণে গামিদী গোত্রের এক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর দরবারে উপস্থিত হলো। বিনম্র কণ্ঠে বলছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ব্যভিচার করেছি, সুতরাং আমাকে যথা-উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে পবিত্র করুন। তার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দিলেন; কিছু বললেন না। পরদিন সকালে মহিলাটি আবার এসে আফসোসের সুরে নবীজিকে বলছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গতকাল আমাকে ফিরিয়ে দিলেন কেন? মনে হয় আপনি আমাকে 'মায়েজে আসলামির' ন্যায় ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু না, কসম খোদার! আমি গর্ভবতী। এমন দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, ঠিক আছে তোমার বাচ্চা প্রসব করার পর এসো, তোমার বিচার হবে। কিছুদিন পর মহিলাটি এসে বলছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কোলে যে বাচ্চা দেখছেন, এটা আমি প্রসব করেছি। অতএব এবার আমাকে পবিত্র করুন । কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, এবারও তুমি ফিরে যাও। তোমার সন্তান যখন তোমার দুধ ছেড়ে রুটি খাওয়া ধরবে তখন এসো, তোমার বিচার হবে। এরপর যখন তার বাচ্চা দুধ ছেড়ে রুটি ধরলো, মহিলাটি তার বাচ্চা নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দেখুন, আমার সন্তান দুধ ছেড়ে রুটি ধরেছে। অতএব আপনার কথা অনুযায়ী এবার আমাকে পবিত্র করুন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোল থেকে বাচ্চাকে নিয়ে অন্য একজন মুসলমানের কোলে তুলে দিলেন এবং তার গলা পর্যন্ত গর্ত খনন করার আদেশ দিলেন। এরপর তাকে গর্তে নামিয়ে পাথর

www.nagorikpathagar.org

নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। আদেশ পেয়ে সমবেত লোকদের সাথে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.ও হাতে একটি পাথর নিয়ে মহিলাটির মাথায় নিক্ষেপ করলেন। ফলে মহিলার মাথা থেকে রক্ত ছিটে গিয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর মুখে লাগলো এবং তাঁর মুখ রক্তে রঞ্জিত হলো। এতে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাকে একটি গালি দিলেন। ওদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 'সাল্লাম খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর গালি দেওয়া শুনে তাকে বললেন, হে খালিদ সাবধান! তুমি জান কাকে গালি দিচ্ছো? কসম ঐ সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ। তার তওবা যদি সমগ্র মদীনাবাসীর মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে সবাই নাজাত পেয়ে যাবে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটির জানাযা পড়ে দাফন করার হুকুম দিলেন। –মুসলিম-১৬৯৫।

হিন্দার ইসলাম বিদ্বেষ ও তার ইসলাম গ্রহণ

মক্কা বিজয় হলো। ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন হয়েছে মক্কার আকাশে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাতের ইশারায় ধ্বংস হলো মূর্তিসব। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখরিত হলো মক্কার আকাশ-বাতাস। খালিদ বিন ওয়ালীদ আবু হুরাইরা রাযি. এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আবু হুরাইরা! চলতো হিন্দা বিনতে উতবা এর নিকট যাই। আবু হুরাইরা বললেন কেন? খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, হয়তো তুমি তার কাছে গিয়ে কিছু কুরআন তিলাওয়াত করলে সে হয়তো উপকৃত হবে। কুরআনের তিলাওয়াত শুনার কারণে হয়তো আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে ঈমান দান করবেন। অতঃপর উভয়ে হিন্দার নিকট পৌঁছলেন। এবার খালিদ বললেন, হে মুয়াবিয়ার মা! আল্লাহর রাসূলের সাহাবী আবূ হুরাইরা এসেছেন তোমাকে কুরআন তিলাওয়াত শুনাতে এবং ইসলামের বিধি-বিধান বুঝাতে। হিন্দা বলল, ঠিক আছে তাহলে বসো। ফলে তারা বসল এবং আবু হুরাইরা সূরা মূলকের এই আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন...অর্থ- "অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে" (সূরা মূলক: আয়াত-৪)। হিন্দা কাবা গৃহের প্রতিপালকের কসম খেয়ে বলল, ইতিপূর্বে কোনো কবিকে তো আসমান-যমিনের সৃষ্টির তত্ত্ব চুরি করে কবিতা রচনা করতে শুনুনি, যেমন তোমাদের

www.nagorikpathagar.org

এই কবি চুরি করে রচনা করছে। হিন্দার এমন কথা শুনে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, হে আবু হুরাইরা! চলো আমরা যাই। কারণ, আল্লাহর কসম! তুমি এই নির্বোধ মহিলাকে কস্মিনকালেও ইসলাম গ্রহণ করাতে পারবে না। অতঃপর তারা উভয়ে উঠে চলে গেলেন। তবে পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'য়ালা হিন্দার অন্তরকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করেন। ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।

-তারিখে ইবনে আসাকির:১২৫/১২।

খালিদ অধিক হকদার

মুতার প্রান্তরে যুদ্ধের অবস্থা যখন তুঙ্গে উঠেছে এবং শাহাদাতান্বেষী তিনজন মুসলিম সেনাপতির আত্মা শাহাদাতের পোয়ালায় চুমুক দিয়ে জান্নাতের পথে পারি জমিয়েছে। জয়-পরাজয়ের সন্ধিক্ষণে ছাবেত ইবনে আরকাম ইসলামের পতাকা তুলে নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর হাতে অর্পণ করে বললেন, হে আবু সুলাইমান! এবার তুমি এটা বহন কর। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. সাবেত বিন আরকাম রাযি. কে বললেন, না ভাই আপনিই এটা বহন করার জন্য অধিক উপযুক্ত। কেননা, আপনার অনেক মর্যাদা রয়েছে। যেহেতু বদর যুদ্ধে আপনি শরীক ছিলেন। সাবেত বিন আরকাম রাযি. বললেন, আমি পতাকা হাতে নিয়েছিলাম শুধু আপনার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য, নিজে বহন করার জন্য নয়। কেননা, আপনি যুদ্ধ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক পারদর্শী। অতঃপর সাবেত বিন আরকাম রাযি. উপস্থিত মুজাহিদ্বীনদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর ব্যাপারে কি তোমরা আমার সাথে একমত পোষণ কর যে, খালিদ বিন ওয়ালীদই আমাদের মধ্যে ইসলামের ঝাণ্ডা বহন করার ব্যাপারে অধিক হকদার? সবাই একসাথে উত্তর দিল, হে আমরা আপনার সাথে একমত। এবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. সবার সম্মতিক্রমে ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিয়ে বীরবিক্রমে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলেন এবং আল্লাহর সাহায্য তথা বিজয় আসার আগ পর্যন্ত শত্রুদের সাথে লড়তে থাকলেন। -তারিখে ইবনে আসাকির:১৪/২-১০৬/১১।

www.nagorikpathagar.org

খালিদ ও তাঁর নাঙ্গা তরবারি

মুতার যুদ্ধের দিন মুসলমানদের উপর রূমের হিংস্র ও ক্ষিপ্র কাফের বাহিনী প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফলে মনে হচ্ছিল, যেন তারা মুসলিম বাহিনীকে ধুলায় মিশিয়ে দিবে। এমন সংকটময় মুহূর্তেও ইসলামের সিংহপুরুষ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বিজয়ের আশা বুকে নিয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রুদের সাথে মুকাবেলা করতে করতে শত্রু দলের এক বিরাট অংশকে জাহান্নামে প্রেরণ করেন। এতে তার হাতের তরবারিটি এক পর্যায়ে ভেঙ্গে যায়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. মুতার প্রান্তরের সেই বিভীষিকাময় যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, সেদিন আমার হাতে পরপর নয়টি তরবারি ভেঙ্গে যায়। সর্বশেষে ইয়ামানি একটি তরবারি আমার হাতে আস্ত ছিল। -ইবনে হিব্বান ৫৬৩/১৫।

খালিদের ঝাণ্ডা গ্রহণ

ব্যথিত হৃদয়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভারাক্রান্ত কণ্ঠে মুতার প্রান্তরের মুসলিম সেনাপতিদের শাহাদাত বরণের কথা মদিনায় সাহাবাদের সামনে বর্ণনা করছেন। যেন তিনি বিভীষিকাময় মুতার রণাঙ্গানকে সচক্ষে দেখে দেখে এমন মর্মান্তিক দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন। নবীজির গাল বেয়ে অঝরে অশ্রু ঝরছে । এ যেন চোখের অশ্রু নয়, রক্তাক্ত হৃদয়ের তাজা খুন যেন পানি হয়ে চোখ থেকে ঝরে পড়ছে মুষলধার বৃষ্টির মতো। তিনি বলছেন, মুসলিম সেনাপতি যায়েদ পতাকা বহন করছে। আহা! সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। এরপর জাফর ঝাণ্ডা তুলে নিলো। ওহ! সেও শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিলো। এবার পতাকা তুলে নিল আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ওহ! সেও জান্নাতের রাস্তায় পা রাখলো। সর্বশেষ খালিদ বিন ওয়ালীদ সেনাপতিশূন্য দলের ঝাণ্ডা বহন করলো এবং তাঁর হাতেই ইসলামের বিজয় নিশান সমুন্নত হলো। –বুখারী-১২৪৬

খালিদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ নেই

মুতার প্রান্তরে সর্বশেষ যিনি ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে তুলে নেন, তিনি হলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.। তিনি জানতেন না পরাজয় বরণ করতে, তাঁর

www.nagorikpathagar.org

অন্তর জানতো না ভয়কে গ্রহণ করতে। তিনি ছিলেন সুকৌশলী, মহান সেনাপতি রনাঙ্গনের অগ্রনায়ক। সকাল বেলা তিনি মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে উলটপালট করে সাজালেন। অর্থাৎ সামনের দলকে পেছনে আর পেছনের দলকে সামনে রাখলেন। ডানের দলকে বামে ও বামের দলকে ডানে পাঠালেন। এভাবে পুরো যুদ্ধ ক্ষেত্রকে নতুনত্বের রূপ দিলেন। ফলে রূমবাহিনী ধারণা করল যে, আজ মুসলমানদের বিরাট বাহিনী আমাদের মুকাবিলায় নামছে। এতে তাদের অন্তর কেঁপে উঠলো। সর্বশরীরে শিহরণ জাগলো। ভয়ে তারা কুঁচকে গেল। কারণ, তারা পরস্পর বলাবলি করছে যে, আমরা তাদের অল্প সংখ্যক সৈন্যের সাথেই পেরে উঠিনা; তাদের এত বড় বাহিনীর সাথে কীভাবে মুকাবিলা করবো! হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর কৌশলে রূম বাহিনীর মাঝে ভীতি সঞ্চার করলেন এবং তাদেরকে হতাশ করে দিলেন। ফলে রুমী সৈন্যবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হলো। আর মুসলিম বাহিনী বিজয়ের মুখ দেখতে পেলো। যুদ্ধ শেষে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. মদিনায় ফিরে নবীজির সামনে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ তার মনে হলো যে, হয়তো সে এমন কিছু করে ফেলেছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রাগান্বিত করে। তাই তিনি বলছিলেন যে, আল্লাহর কাছে পানাহ চাই তাঁর এবং তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খালিদ যেন শান্ত থাকে এবং সে যেন সুসংবাদ গ্রহণ করে। কেননা, সে শত্রুদের থেকে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। এরপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে বললেন, হে খালিদ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার ওপর রাগান্বিত হবেন না। কেননা, তুমি হলে তাঁর একটি উন্মুক্ত তরবারি। –তারিখে ইবনে কাসীর ২৪৩/১৬

খালিদের প্রতি রাসূলের সমব্যথা

ইয়ামানের এক অধিবাসী মুতার যুদ্ধে অংশ নিয়ে ছিলো। যার সাথে ছিল একটি মাত্র তরবারি। যুদ্ধ চলাকালীন রুমের এক সৈন্য, স্বর্ণখচিত জিন পরিহিত এক ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহন করে মুসলিমদের উপর গেরিলা হামলা চালাতে প্রস্তুত হলো। ওদিকে ইয়ামানের সেই লোকটি তাঁর পিছু নিলো এবং তাকে হত্যা করার জন্য একটি পাথরের পিছনে আত্মগোপন করলো। রুম সৈন্যটি যখন সেদিক দিয়ে অতিক্রম করছিল, হঠাৎ ইয়ামানী

www.nagorikpathagar.org

সৈন্যটি তার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করলো এবং তার মালপত্র লুফে নিলো। অনেক যুদ্ধের পর আল্লাহর মেহেরবানিতে যখন মুসলমানদের বিজয় লাভ হলো। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ইয়ামানী সেই যুদ্ধা থেকে রুম সৈন্যটির মালপত্র নিয়ে নিলেন। ফলে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে আউফ রাযি. বললেন, হে খালিদ! তুমি কি জান না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তির মাল তার হবে- যে তাকে হত্যা করবে?

খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. উত্তর দিলেন, জানি, কিন্তু আমি তো তাকে অনেক বেশি দিয়েছি। আউফ রাযি. বললেন, তাহলে তুমি তাকে তা ফিরিয়ে দাও, অন্যথায় রাসূলকে আমি বিষয়টি অবগত করবো। এরপরও খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাকে তা ফিরিয়ে দিলেন না। এবার আউফ রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি অবগত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদকে বললেন, তুমি এমন কাজ কেন করলে? খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো তাকে অনেক বেশি দিয়েছি। একথা শুনার পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন, হে খালিদ! তুমি লোকটিকে তা ফিরিয়ে দাও, যা তুমি তার থেকে নিয়েছো। ওদিকে আউফ রাযি. খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে এবার ভর্ৎসনা করে কথা বলতে লাগলেন। তার ভর্ৎসনা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেগে গিয়ে বললেন, হে খালিদ! তুমি তাকে কিছুই ফেরৎ দিও না। অতঃপর আউফ রাযি.কে লক্ষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে একটু নিরব থাকতে দাও তো। খালিদ ও তোমাদের বিষয় ঐ লোকজনদের মতো যারা প্রথমে একসাথে মিলে উট-বকরী চড়ালো, এরপর যখন পশুগুলোকে পানি খাওয়ানোর সময় হলো, তখন তারা সবাই তাদের পশুগুলোকে নিয়ে একটি জলাশয়ের পাশে দাঁড়ালো। তাদের একদল সব পানি তাদের পশুগুলোকে পান করিয়ে শেষ করে ফেললো। আর অপর দলের জন্য শুধু জলাশয়ের কাদা-মাটি রেখে গেলো। ঠিক তোমরাও তাই করতে চাও। কেননা, যুদ্ধে পাওয়া সব গনিমত তোমাদের, আর যুদ্ধের ময়দানের সব বালিকনা খালিদের তাই না? –মুসলিম-১৭৫৩।

www.nagorikpathagar.org

খালিদের প্রতিবাদ

একবার হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রাযি. গনিমতের কিছু স্বর্ণমুদ্রা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আক্বরা ইবনে হাবেস, উয়াইনা ইবনে বদর আলফাজারী, যায়েদ আত্বয়ী এবং আলকমা ইবনে আ'লাকা আলআমীরি এই চার জনের মাঝে বন্টন করে দিলেন। আনছার-মুহাজির এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে বললো, তিনি শুধু নজদের লোকদের দিলেন; আমাদেরকে কিছুই দিলেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, শুন! আমি শুধু তাদেরকেই গনিমতের মাল দিলাম এই জন্য যে, তারা সদ্য মুসলমান হয়েছে। মাল পেলে তাদের মন দৃঢ় হবে, ফলে তারা ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। এতে আনছার-মুহাজির শান্ত হয়ে গেলো। কিন্তু বড় বড় চোখ বিশিষ্ট মাংশল মুখমন্ডলী, উঁচু কপাল এবং ঘন দাড়িওয়ালা এক লোক এসে কর্কশ ভাষায় বললো, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় কর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্রতার সাথে বললেন, আরে আমি আল্লাহর অবাধ্য হলে তাঁর আনুগত্য করবে কে? যমিনবাসীর জন্য আমার উপর যদি আল্লাহর আস্থা না থাকে, তাহলে আমার প্রতি তোমাদের কি কোন আস্থা থাকবে? নবীর প্রতি লোকটির এমন অশ্রদ্ধা ও অশালীন আচরণের দৃশ্য দেখে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. আর ঠিক থাকতে পারলেন না। ভালোবাসার প্রাচুর্যে ভরা কণ্ঠে বলে ওঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দিব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, থাক। হয়তো লোকটি নামাযী হবে। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, এমন কত মুসল্লী আছে, যাদের মুখে একটা, অন্তরে আরেকটা। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কী আর করব? আমাকে তো আর মানুষের অন্তরের খবর রাখতে বলা হয়নি। -বুখারী- ৪৩৫/৩৩৪৪।

www.nagorikpathagar.org

খালিদ ও উকায়দার

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর খবর জাযিরাতুল আরবে ছড়িয়ে পড়লো শুকনো ঘাসের উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়ার ন্যায়। কুখ্যাত উকায়দারের কাছেও পৌছল এই খবর। সে ভয়ে মুসলমান সেজেছিল, ফলে সে মুরতাদ হয়ে গেলো। যাকাত দিতে অস্বীকার করলো। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো এবং দাওমাতুল জানদাল থেকে বের হয়ে হিয়ারায় অবস্থান করে বসবাস শুরু করলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. আল্লাহর উন্মুক্ত তরবারি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর কাছে এই মর্মে পত্র লিখলেন যে, তিনি যেন উকায়দারের নিকট পৌছে তাকে হত্যা করেন। তিনি আইনেতামারে অবস্থান করছিলেন। চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে বেরিয়ে পড়লেন উকায়দারের উদ্দেশ্যে। বিরত্বের সাথে তার কাছে পৌছে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। –তারিখে ইবনে কাসীরঃ ২০৪/৯

যুদ্ধেও ইসলামের শিষ্টাচার

ইসলামের সিংহপুরুষ তরবারির আঘাতে আর গর্জনে শত্রুদলকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। রাসূলের সামনে লম্বালম্বা পা ফেলে দ্রুত রাস্তা অতিক্রম করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর কিছু সাহাবা রক্তে রঞ্জিত এক মহিলার মৃতদেহের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অনিচ্ছাকৃত ভাবে মহিলাটি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর তরবারির আঘাতে নিহত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটিকে রক্তে রঞ্জিত দেখে তার কতলকারীর জন্য আফসোস করেন। এর পর ভারাক্রান্ত স্বরে বললেন যে, মহিলাটি কেন যুদ্ধ করতে এসেছিলো? পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে যুদ্ধের আদব শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন। ফলে এক সাহাবাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও খালিদকে বলে দাও যে, কোন শিশু ও মহিলাকে এবং নিঃস্ব ভারাটে শ্রমিককে যেন হত্যা না করে। –মুসনাদে আহমাদঃ ১৫৫৬২।

www.nagorikpathagar.org

খালিদ ও হাছীন

হাছীন আলজাজামি ইসলাম গ্রহণ করলো। ফলে তার অন্তর ঈমানি আলোয় আলোকিত হলো। তিনি বনু হানীফা গোত্রের সাথে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তারা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাদের থেকে দূরে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত শুরু করেন। ইতিমধ্যে বনু হানীফের উপর বীরপুরুষ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালালেন। এতে তিনি হাছীন আলজাজামীকে আটক করে হত্যা করতে চাইলেন। তাই হাছীন বললেন, হে খালিদ! তুমি তো কেবল তাকেই হত্যা করতে পার, যে তোমার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। অথচ আমি এ কাজ থেকে মুক্ত। যদি তুমি বনুহানীফার কুফরীর কারণে আমাকে হত্যা করতে চাও, তাহলে শুনো! আল্লাহ তা'য়ালা "কোন বুঝা বহনকারী অপরের ভার বহন করবে না" এই আয়াত দ্বারা আমাকে অনেক আগেই মুক্তি দিয়েছেন। কেননা, আমি মুসলমান। অতঃপর হাছীন রাযি. বললেন, হে খালিদ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে অনর্থক হত্যা করবে, কেয়ামতের দিন পুলসিরাতের পাশে হত্যাকারী থেকে তার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। এরপর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তার ঈমানের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝার পর তাকে ছেড়ে দেন। –আল ইছাবা- ১৭৪/২।

কতইনা ভালো বান্দা খালিদ!

ধর্ম ত্যাগের আগুন ধাউ ধাউ করে জ্বলছে গোটা আরবে। তার উত্তপ্ত লেলিহানশিখা আসমান ছুঁয়েছে প্রায়। এই আগুন প্রজ্জলনকারীরা আবার আমীরের উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। এমন সংকটময় মুহূর্তে বিদ্রোহ দমনে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. খোদার নাঙ্গা তরবারি, জানবাজ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কে পাঠাতে মনস্থ করলেন। ফলে সিংহপুরুষ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর লৌহবর্ম পরিধান করে অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন ধর্মত্যাগী বাহিনীর অভিমুখে। তাদের বুক খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর তরবারির কোষে পরিণত করলেন এবং ইসলাম ত্যাগীদের জাহান্নামে প্রেরণ করে তিনি ক্ষান্ত হলেন। কেউ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.কে বললেন, হে

www.nagorikpathagar.org

আমীরুল মু'মিনিন! খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তো মদীনার দিকে ফিরছেন। তিনি বললেন, তোমরা তাকে অভিবাদন জানাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, খালিদ কতইনা ভালো বান্দা আল্লাহর! কারণ, সে উন্মুক্ত তরবারি খোদার।

–মুসতাদরাকে হাকেম-৩৩৭/৩।

আল্লাহ্ যাকে কোষমুক্ত করেছেন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর বনুসালেম দ্বীন থেকে ফিরে গেলো। ইসলামকে বর্জন করে কুফরির ঝাণ্ডা সমুন্নত করতে উজ্জীবিত হলো। দ্বন্দ্বমুখর সংকটময় পরিস্থিতিতে তাদেরকে প্রতিহত করতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. আরবের সিংহকেশরী হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে প্রেরণ করলেন। ফলে আমীরুল মু'মিনিনের আদেশ পালনে ব্রত হয়ে অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ছুটলেন সম্মুখসমরে। তিনি শত্রুদের কচু কাটা করলেন এবং আগুনে পুড়ালেন। এতে হযরত ওমর রাযি. ক্ষুব্ধ হয়ে আমীরুল মু'মিনিনকে বললেন, হযরত আপনি এমন এক ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন, যে নাকি আল্লাহর আযাবে মানুষকে আজাব দেয় অর্থাৎ পুড়িয়ে মারে। সুতরাং আপনি তাকে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেন। হযরত আবু বকর রাযি. বললেন আল্লাহ তা'য়ালা যাকে, কাফেরদের জন্য কোষমুক্ত করে উন্মুক্ত ঘোষণা করেছেন, আমি তাকে কোষে ভরি কেমন করে? এটা কেবল আল্লাহ তা'য়ালাই পারেন।

–ইবনে আসাকির ২০৫/১৮।

শান্তি প্রিয় খালিদ!

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. মুরতাদদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন। রাতের বেলায় একবার তাদের ওপর হামলা চালাতে মনস্থ করলেন। আরবের বিখ্যাত ত্বাঈগোত্রের শাখাগোত্র ক্বাবিলায়ে জুদাইলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। ফলে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বলছিলেন যে, তাঁর সাথে যদি আ'দী ইবনে হাতেম বিন ত্বাঈ রাযি. যোগ দিতেন তাহলে খুব ভালো হতো। একথা শুনে হযরত আ'দী রাযি. বললেন, হে আবু সুলাইমান! আপনি আমার দুই হাতের যুদ্ধ পছন্দ করেন, নাকি এক হাতের? খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, দুই

www.nagorikpathagar.org

হাতের। এবার আ'দী রাযি. বললেন, জুদাইলা গোত্র আমার দুই হাতের এক হাত। একথা শুনে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. আ'দী ইবনে হাতেম রাযি. কে জুদাইলা গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিতে প্রেরণ করলেন। আ'দী ইবনে হাতেম রাযি. এর আহ্বানে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। এরপর আ'দী রাযি. তাদের নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর নিকট আসেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাদের আচরণে বিমুগ্ধ হয়ে তাদেরকেও যুদ্ধে সাথে নিলেন; বরং তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে তাঁর পাশে পাশে রাখলেন। –ইবনে কাসীর-৪/৪০।

খালিদের দায়িত্ব পালন

অতন্দ্রপ্রহরী হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর বাহিনী নিয়ে ইয়ামামায় পৌঁছে মুসাইলামাতুল কাজ্জাব ও বনুহানীফা গোত্রের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। শত্রুরা মুসলমানদেরকে তিনবার ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ফলে সাবেত বিন কায়েস রাযি. বলেন যে, আমরা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এমনভাবে যুদ্ধ করিনি। অতঃপর তিনি তাঁর নিজের জন্য একটি গর্ত খনন করলেন। এরপর যুদ্ধ করতে-করতে শাহাদাত বরণ করলেন। এক ব্যক্তির কাছে স্বপ্নে সাবেত বিন কায়েস এসে বলছেন যে, গতকাল আমি যখন শাহাদাত বরণ করি আমার পাশ দিয়ে এক মুসলিম সৈন্য অতিক্রম করছিলো। সে আমার সুন্দর লৌহবর্মটি দেখে আমার শরীর থেকে তা খুলে নেয় এবং তার ঘোড়ার পিঠে সে তা বেঁধে তার উপর আরেক জনকে বসিয়ে নিয়ে যায়। ঘুমন্ত লোকটিকে সাবেত রাযি. বললেন, তুমি আগামীকাল খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর নিকট গিয়ে তাঁকে বলবে যে, তিনি যেন তোমাকে আমার বর্মটি ঐ লোক থেকে নিয়ে দেন। এরপর যখন তুমি রাসূলের খলীফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর নিকট যাবে তাকে আমার ব্যাপারে অবগত করবে যে, আমার কাছে অমুক অমুক ঋণ পায়, এবং আমার অমুক ক্রীতদাসটি আযাদ। আর স্বপ্নটি আমার নিজেরই দেখা। অতঃপর লোকটি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর নিকট গেলো এবং তার দেখা স্বপ্নটি বর্ণনা করলো। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. খুব দ্রুত ঐ লোকটির কাছে গেলেন এবং তার

www.nagorikpathagar.org

থেকে বর্মটি উদ্ধার করেন। এরপর রাসূলের খলীফার কাছে বহন করে নিয়ে গেলেন। আর খলীফা স্বপ্ন অনুযায়ী তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করেন। –মাজমাউজ জাওয়ায়েদ-৩২২/৯।

মরণপ্রিয় কওম

ইয়ামামার লড়াই থেকে ফারেগ হওয়ার পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর কাছে রাসূলের খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাযি. এই মর্মে পত্র লিখলেন যে, তিনি যেন তার বাহিনী নিয়ে ইরাক গমন করেন। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর বাহিনী নিয়ে হিয়ারায় পৌঁছালে কিসরার পক্ষ থেকে হিয়ারার গর্ভনর 'ক্বাবিছা ইবনে আয়াস' তার মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে বেরিয়ে আসলো। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদের আল্লাহ ও ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। যদি আমার কথা শুনে আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন কর তাহলে তোমরা মুসলিম, তোমাদের পক্ষে-বিপক্ষে তা-ই যা মুসলমানদের পক্ষে-বিপক্ষে। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না কর তাহলে জিযিয়া বা কর দিয়ে থাকতে হবে। এতেও যদি রাজি না হও তাহলে আমাদের এবং তোমাদের ফয়সালা হবে যুদ্ধের মাধ্যমে। তবে শুনে রাখ! আমি এমন সম্প্রদায়কে নিয়ে এসেছি যারা মৃত্যুকে অনেক ভালোবাসে। তোমরা তোমাদের জীবনকেও এত ভালোবাস না। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর এমন জ্বালাময়ী বক্তব্য শুনে গর্ভণর হতভম্ব হয়ে গেলো এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললো, না আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আমরা কর দিয়ে আমাদের ধর্মে বহাল থাকবো। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, তোমাদের জন্য ধ্বংস। কেননা, কুফর তো আসলে ধ্বংসকারী। এরপর তারা সন্ধি করলো। এটাই ছিলো ইরাকের ১ম কর প্রদান। –আলবিদায়া ওন্ নিহায়া-৩৪৩ -৩৪২/৬।

আরবের সিংহ ও পারস্যের শেয়াল

হুরমুজ পারস্যের বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলো। তার অন্তর আরবদের প্রতি হিংসায় ছিল পরিপূর্ণ। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. তাঁর আরব বাহিনী নিয়ে ছুটলেন ইরাক অভিমুখে। এখন তাঁরা বসরার প্রান্ত শহর কাজেমায় অবস্থান করছেন। সেখানে তাঁরা এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ সেনাপতি হুরমুজকে পেলেন। হুরমুজকে দেখে মুসলিম বাহিনীর মাঝে কিছু উৎকণ্ঠা-

www.nagorikpathagar.org

উদ্বেগ আর অস্থিরতা প্রকাশ পেলো। ফলে দিগ্বিজয়ী, তেজস্বী-তেজীপুরুষ আল্লাহর অপার মহিমায় আস্থা ও দৃঢ়তা নিয়ে ছুটে আসলেন মাঝ রণাঙ্গনে। হুংকার ছেড়ে বললেন, কে আছে যে আমার মুকাবেলা করে তার মায়ের বুক খালি করবে? এবং স্ত্রীকে বিধবা ও তার সন্তানদেরকে এতিম রেখে দুনিয়া ছেড়ে যাবে? তাঁর গর্জন শুনে অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ময়দানে পা রাখলো পারস্যের সেনাপতি হুরমুজ। তাকে দেখামাত্রই বাজপাখির ন্যায় উড়াল দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন আরবের সিংহপুরুষ খোদার নাঙ্গা তরবারি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.। এক নিমেষে তাকে রক্তের সাগরে ভাসিয়ে দিলেন। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. পারস্যের সেনাপতি হুরমুজের মৃত্যুর কথা জানিয়ে পত্র লিখলেন আমিরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর নিকট। সংবাদ পেয়ে আমিরুল মুমিনিন অত্যন্ত খুশি হলেন এবং হুরমুজের সমুদয় মাল-সামানা খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে দিয়ে দিলেন। হুরমুজের টুপিটির দাম পৌঁছেছিলো একলক্ষ দেরহাম। কারণ পারস্য বাসীরা তাদের সম্মানিত ব্যক্তির টুপি এক লক্ষ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় করতেন। –সুনানে কুবরা লিল বাইহাকী-৩১১/৬।

হিয়ারাবাসীর সন্ধি

আমীরুল মুমিনিনের আদেশক্রমে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. হিয়ারায় পৌঁছলেন। হিয়ারা বাসীরা তাদের বস্তিতে সিংহের পদার্পনের কথা শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আশ্রয় নিলো তাদের দূর্গসমূহে। তেজীপুরুষ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাদের নিকট দূত পাঠালেন এই মর্মে যে, তারা যেন তাদের একজন জ্ঞানী লোককে আমার কাছে পাঠায়। ফলে তারা আ. মসিহ বিন বুকাইলা নামক এক প্রবীণ লোককে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর নিকট পাঠালো। সে ইসলামের যুগ পেয়েও ইসলাম গ্রহণ করেনি। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ও লোকটির মাঝে আলাপচারিতা অনেক দীর্ঘ হলো। একপর্যায়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাকে বললেন, আমাদের আলোচ্য বিষয়টি কোথা থেকে শুরু করতে চান? প্রবীণ লোকটি বললো, আমার পিতা থেকে। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? লোকটি উত্তর দিলো, মায়ের পেট থেকে। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা

www.nagorikpathagar.org

কতজন পুরুষ? লোকটি উত্তর দিলো, একজন পুরুষ। এবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, আশ্চর্য লোক দেখছি! আমি তাকে প্রশ্ন করি একটা আর সে উত্তর দেয় আরেকটা। লোকটি বললো ঠিক আছে জনাব, এবার আপনি যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন, আমি সঠিক উত্তর দিবো। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, তোমরা যুদ্ধপ্রিয় নাকি শান্তিপ্রিয়? লোকটি উত্তর দিলো, আমরা শান্তিপ্রিয়। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. প্রশ্ন করলেন, তোমরা এসব দুর্গ কী জন্য তৈরি করেছ? লোকটি উত্তর দিলো, নির্বোধদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করার জন্য। হঠাৎ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. প্রবীণ লোকটির হাতে কী যেন দেখতে পেলেন। ফলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার হাতে এটা কী? লোকটি উত্তর দিলো, আমার হাতে বিষ। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, এটা দিয়ে কি করবে? লোকটি বললো, যদি তোমাদের কাছে আমার কওমের জন্য কল্যাণকর কিছু পাই তাহলে তো আল্লাহর শুকর আদায় করবো এবং তা গ্রহণ করবো, অন্যথায় অকল্যাণ কিছু পেলে আমি তার প্রথম বহনকারী হতে চাই না। এই বিষ পান করে নিজেকে শেষ করে দিবো এবং এই কর্মময় জীবন থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করবো। যেহেতু আমার হায়াত আর হয়তো বেশি বাকি নেই। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, এটা আমাকে দাও। তিনি বিষ নিয়ে সাথে সাথে পান করলেন, কিন্তু কোন ক্রিয়া প্রকাশ পেলো না। এই দৃশ্য দেখে লোকটি হতবাক হয়ে ফিরে গেলো। তার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে তাদেরকে বললো, আমি এমন একজন শয়তান থেকে ফিরে আসলাম, যে বিষ পান করার পরও কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়নি। অতএব এমন ভয়ংকর দুঃসাহসী জাতি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করো। অতঃপর হিয়ারাবাসী খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর সাথে একলক্ষ দেরহাম প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্ধি করলো। –ফুতুহুস শাম-৩১৫/২।

রণবীরের আক্রমণ

ইয়ারামরাম বাহিনীতে তুলাইহা ইবনে খুয়াইলিদ এবং বনুগাতফান যোগ দিলো। তারা বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ও তাঁর বাহিনীকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার হীন ইচ্ছা পোষণ করলো। তুলাইহা তার ঝাণ্ডা

www.nagorikpathagar.org

তুলে দিলো এক শক্তিশালী-দুঃসাহসী যোদ্ধার হাতে। মুসলিম বাহিনী তুলাইহার দলের মুখোমুখি হলো। তুলাইহার সৈন্যরা পতাকা বহনকারীর আশেপাশে থেকে তুমুল যুদ্ধ আঞ্জাম দিচ্ছিলো। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. মনে মনে ভাবলেন, এই বাহিনীকে পরাজিত করতে হলে তাদের পতাকাবাহী সৈন্যকে হত্যা করতে হবে। ফলে তিনি বিজলী বেগে শত্রুদলের মাঝে ঢুকে পড়লেন এবং এমন দুঃসাহসের সাথে তাদের মুকাবিলা করতে থাকলেন, যা কখনো তারা প্রত্যক্ষ করেনি। অবশেষে ঝাণ্ডাবাহির কাছে পৌঁছে তাকে খুব শক্ত আঘাত করলেন এবং লাশ বানিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। ওদিকে তার বহনকৃত পতাকাটা মাটিতে পড়ে গেলো। ফলে ঘোড়া, উট আর মানুষের পদাঘাতে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। পরিশেষে তুলাইহার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে এক চরম পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। –তারিখে ইবনে কাসীর-১৬৯/২৫।

মরণপ্রেমী খালিদ বাহিনী

ইসলামের প্রাণপুরুষ, খোদার উন্মুক্ত তরবারি হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. যখন তাঁর খোলা তরবারি দিয়ে তুলাইহা বাহিনীকে টুকরো টুকরো করছিলেন। তুলাইহা তার শক্তিশালী বাহিনীর প্রতি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদেরকে বললেন, তোমরা এতোবড় শক্তিশালী বাহিনী হওয়া সত্ত্বেও কেন পরাজিত হচ্ছো? তোমাদের কিসে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করছে? তুলাইহার এক সৈন্য বললো, আমি কি আপনাকে বলবো, কিসে আমাদের পরাজয় এনেছে? শুনুন! আমাদের মধ্যে এমন কোন সৈন্য নেই, যে তার সাথীর আগে মৃত্যুবরণ করতে চায়। কিন্তু খালিদ এবং তাঁর বাহিনীর প্রত্যেকেই চায় যেন সে তাঁর সঙ্গীর আগে মৃত্যুবরণ করতে পারে। এই হলো আমাদের পরাজয় এবং তাদের জয়ের মূল কারণ।

–তারিখে ইবনে কাসীর-১৬৩/২৫।

উটওয়ালা মহিলা

তুলাইহা বাহিনীর পরাজয়ের পর বনুগাতফান উপস্থিত হলো আরবের এক সম্ভ্রান্ত মহিলার কাছে। যাকে উম্মে জামেল বলা হতো। নাম তার সালামা বিনতে মালেক বিন হুজায়ফা। অভিজাত বংশের মেয়ে তিনি। তার মায়ের অনেক সন্তান ও বংশীয় মর্যাদার কারণে আরবের উপমা ও প্রবাদে পরিণত

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিল। বনুগাতফানবাহিনীকে তার পাশে পেয়ে তাদেরকে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। যেন তারা খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে চরমভাবে পরাজিত করে। সাথে তাদের মিত্র বনুসালীম, বনুত্বাঈ, হাওয়াজিন, এবং আছাদ প্রমুখ গোত্রও যোগদান করে। ফলে এক বিশাল বাহিনীতে পরিণত হলো। তাদের এমন গতিবিধি লক্ষ করে বীরপুরুষ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. শাহাদাতের অদম্য স্পৃহায় উজ্জীবিত হলেন। এরপর দুই দল মুখোমুখি হলো। যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলা তার বংশীয় আভিজাত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশ করতে সে ঘোষণা করলো, যে আমার উট স্পর্শ করতে পারবে, তাকে একশত উট উপহার দেওয়া হবে। সূর্যপুরুষ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. প্রবলবেগে আক্রমণ চালালেন শত্রুদের উপর। তারা সবাই মহিলাটিকে ঘিরে আছে। কিন্তু সবার বাধা উপেক্ষা করে মহিলার উটটির পা কেটে দিলেন এবং তাকে হত্যা করে তার জাহান্নামের পথ সুগম করে দিলেন। ফলে তার দলবল সব পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে লাগলো। –আল বিদায়া ওন নিহায়া-৩১৯/৬।

পবিত্র ভূমি ও ইরাকের বাগিচা

আবু বকর সিদ্দিক রাযি. শামের দিকে সৈন্য পাঠালেন। সেখানে নজীরবিহীন রুম সৈন্যবাহিনীর সমাগম হয়েছে। মুসলিম সেনাপতি 'শামে যেন আরও সৈন্য প্রেরণ করেন' এই মর্মে খলীফার নিকট বার্তা পাঠালেন। সেনাপতির আবেদনে সাড়া দিয়ে আমিরুল মুমিনিন চিঠি লিখলেন দ্বীনের অতন্দ্রপ্রহরী, সাহসী সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর কাছে। তাতে খলীফা রাযি. লিখেছেন, হে খালিদ! চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে ইরাক থেকে শামের দিকে চলে যাবে। কেননা, সেখানে এমন পবিত্র ভুখণ্ড আছে আল্লাহ্ আমাদের তার বিজয় দান করবেন। আর জেনে রাখ! ইরাকের সব বাগবাগিচার চেয়ে সেই ভূখন্ড আমাদের অধিক প্রিয় ও কল্যাণকর। পত্র পেয়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কালক্ষেপণ না করে মরুর বুক চিরে, দীর্ঘ পথ পারি দিয়ে পৌঁছালেন শামের সেই মুসলিম বাহিনীর কাছে। অতঃপর রুম সৈন্যবাহিনী খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর আগমনের কথা শুনে চুপসে গেলে। ভয়-ভীতি তাদের অন্তরে বাসা বেঁধে ফেললো। ফলে তারা বলতে শুরু করলো "খালিদ এসে গেছে, মুসলমানদের সাহায্যকারী চলে এসেছে, আমাদের মৃত্যু ও পরাজয় তাঁর সাথে নিয়ে এসেছে"।–তারীখে ইবনে আসাকির ৮১-২/১৪৯-১।

www.nagorikpathagar.org

সমরসিংহ খালিদ

মুসলিম গুপ্তচর ইয়ায বিন গনম রাযি. রুম বাহিনীর অপকৌশল সম্পর্কে অবগত হলেন যে, তারা মুসলমানদের উপর রাতের অন্ধকারে অতর্কিত হামলা চালাবে। ফলে ইয়ায রাযি. সমরসিংহ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর নিকট গিয়ে বিষয়টি অবগত করেন। খালিদ বিন ওয়ালীদ চিঠি লেখতে বললেন, আব্দুল্লাহ বিন গাছছান ও সাহাল বিন আদী রাযি. এর নিকট। যেন তারা অতিদ্রুত আমাদের কাছে এসে যায় এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও শত্রুদের অপকৌশল সম্পর্কে যাতে তারা সতর্ক থাকে। তারা শত্রুদলের নিকটবর্তী হয়ে যেন লুকিয়ে থাকে এবং তাদের পিছনে অবস্থান গ্রহণ করে। রুমবাহিনী এসে দেখতে পেলো খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর বাহিনীতে অল্প কিছু সৈন্য। যাদেরকে এক নিমেষে শেষ করে দেওয়া সম্ভব। ফলে তারা খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর কাছে তাদের শক্তিশালী সেনাপতিকে পাঠালো। নাম তার রাওদাস। এবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. গর্জন ছেড়ে বললেন–

"আমি খালিদ সিংহসমর জাতির কর্ণধার,
আমি কারও মৃত্যু চাইলে থাকে না কোন উপায় তার।"

এরপর তাদের সেনাপতিকে এমন এক বজ্রাঘাত হানলেন সাথে সাথে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। এবার মুসলিম বাহিনী রুম বাহিনীর উপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করলো। ফলে তারা পরাজয়ের মালা গলায় পড়ে যুদ্ধের ময়দান ছাড়তে বাধ্য হয়। –ফুতুহুস শাম-১২০-১১৮/২।

সেনাপতি খালিদই

দামেশক থেকে সাবুরা বিন ফাতেক আলসাদীর নেতৃত্বে একদল এবং উরদুন থেকে রাহা গোত্রের এক জনের নেতৃত্বে আরেক দল বের হলো যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। পথিমধ্যে উভয় দল একত্রিত হলে রাহা গোত্রের দলপতি সাবুরা বিন ফাতেককে বললো, ভাই সাবুরা! যদি আমাদের উভয় দলের একজন আমীর হয়, তাহলে কাজগুলো সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়া যেত। সাবুরা তার কথায় সাড়া দিলেন। ফলে রাহাবী সাবুরাকে বললো,

www.nagorikpathagar.org

এবার তাহলে হয়তো তুমি আমাকে আমীর নিযুক্ত করবে, অন্যথায় আমি তোমাকে আমীর নিযুক্ত করবো। সাবুরা বললো, ঠিক আছে তুমিই তাহলে আমীর। অতঃপর রাহাবী বললো, তোমাদের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. আছেন? উত্তর দিলো হ্যা, তিনি আছেন। রাহাবী বললো, অতএব আমি এখন খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে উভয় দলের আমীর মেনে নিলাম। ফলে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. উভয় দলের নেতৃত্ব দিয়ে জয়লাভ করলেন। –তারিখে ইবনে আসাকির-২২৩/৬৫।

মুসলিম সেনাপতি

সংখ্যালঘু নিবেদিত প্রাণ কিছু মুসলিম সৈনিক নিয়ে মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বিপুল সংখ্যক রুমবাহিনীর মুকাবিলায় বের হয়েছেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে সিংহমানব খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর অন্তরে ভীতি সঞ্চারের হীন বাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এক খ্রিস্টান বলতে লাগলো, এতবড় রুমবাহিনীর কাছে মুষ্টিমেয় মুসলমান বাহিনী কিভাবে লড়বে! মনে হচ্ছে এবার তাদের অস্তিত্ব মুছে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে। সাহসীবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. লোকটির দিকে একবার তাকিয়ে তার হীনচাহিদা বুঝে ফেললেন। ফলে এমন হুংকার ছাড়লেন, যাতে ভেসে আসছিল বীরত্ব আর গৌরবের ঘ্রাণ। এবার লোকটিকে বললেন, হে কাপুরুষ! ধ্বংস হোক তোর বংশকুল। আমাকে ভয় দেখাতে চাচ্ছো, তাই না? আরে বাহিনী তো শক্তিশালী হয় নুসরাত আর সহযোগিতার দ্বারা এবং দুর্বল হয় হীনমন্যতার দ্বারা, সৈনিক কম-বেশির দ্বারা নয়। কসম খোদার! আমি চাই রুমবাহিনী আরোও অধিক হোক, যাতে বেশি যুদ্ধ করে বেশি আল্লাহর প্রিয় হই। অতঃপর রণবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. সিংহের মত তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পরলে তারা সূচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। –আল বিদায়া ওন্ নিহায়া-৯/৭।

খালিদের অভিজ্ঞতা

ইয়ারমুকের যুদ্ধে দুই দল যখন তুমুল যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এক রুমী বীর ময়দানে বের হয়ে হুংকার ছেড়ে বলছে, আছে কি কোন মায়ের সন্তান আমার সাথে মুকাবিলা করার? তার গর্জনের আওয়াজ এক মুসলিম নওজোয়ানের কর্ণকুহরে ভেসে আসলো। আওয়াজ শুনামাত্র তিনি বের

www.nagorikpathagar.org

হলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর দিকে। নাম তার হারেস ইবনে আব্দুল আজদী। তাঁর কাছে পৌঁছে অনুমতি চাইলেন যে, আমি তার সাথে মুকাবিলা করি? খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তার ব্যাপারে ভয় পেয়ে বললেন, তুমি কি ইতিপূর্বে কোন বীরের সাথে এভাবে মুকাবেলা করেছো? সে উত্তর দিল, না। ফলে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাকে বললেন, তুমি তাহলে যেও না। অতঃপর অন্য আরেকজনকে তার সাথে মুকাবিলা করতে সামনে পাঠালেন, সে তাকে টুকুরো টুকরো করে জাহান্নামরসিদ করেন। —আলবিদায়া ওন্ নিহায়া-৯/৭।

মৃত্যুর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা

ইয়ারমুকের যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠলো। রুমের ধূর্ত ও চতুর সৈনিকরা সংখ্যালঘু মুসলমানের উপর আক্রমণ চালাতে থাকলো। রণাঙ্গনের অবস্থা তখন তুঙ্গে। জয় পরাজয়ের সন্ধিক্ষণে আল্লাহর রাস্তার নিবেদিত জানবাজ নির্ভীক সৈনিকগণ হঠাৎ বলে ওঠলো, হায়! মৃত্যুর বিচ্ছেদ কত যন্ত্রণার। শাহাদাত প্রিয় সেনাদের অন্যতম হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহেল। সেদিন তিনি তাঁর ঘোড়া রেখে পদব্রজে চলছেন নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে শত্রুদের মহড়ায় তরবারির শিকার হিসাবে ঠেলে দিলেন নিজেকে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর এমন দৃশ্য দেখে চিৎকার করে বললেন, হে ইকরামা! তুমি এখনি শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিও না। কেননা তোমার মৃত্যু মুসলমানদের জন্য বড় বিপর্জয়ের কারণ হবে। ইকরামা রাযি. খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর মর্যাদার কথা স্মরণ করে বললেন, হে খালিদ! আমাকে বাধা দিও না। কেননা, তুমি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর সাথে অনেক ওঠা-বসা করে তাঁর মুহাব্বত অর্জন করতে সক্ষম হয়েছো। কিন্তু আমি এবং আমার পিতা সর্বদা শত্রুতা পোষণ করেছি। জান বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি লাত-মানাত ও উজ্জার পক্ষে। জীবনের সিংহভাগ অংশই এসব মূর্তির তাবেদারি করে শেষ করেছি। অতএব এখনো কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দূরে থাকার সময় আছে! না-না- কস্মিনকালেও না। আমাকে যেতে দাও হে খালিদ! আমাকে শাহাদাতের অমীয়সুধা পান করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়া সাল্লামের সাথে মিলতে দাও। ওহ্! মৃত্যুর বিচ্ছেদ যে আর সইছে না। এমন সব জ্বালাময়ী ও হৃদয়স্পর্শী কথা শুনে সকলের মাঝে এক অবিস্মরণীয় শাহাদাতের প্রেরণার সৃষ্টি হলো। ওদিকে ইকরামা রাযি. আর কালক্ষেপণ না করে বাজপাখির মত ছুটে গেলেন সম্মুখসমরে। ইতিমধ্যে তিনি অনেক কাফেরের গর্দান দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেও জান্নাতের পথে পারি জমালেন শাহাদাত বরণ করে। যুদ্ধ শেষে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ইক্রামা রাযি. এর দেহ মুবারকের পাশে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে শাহাদাতের চিহ্নগুলো দেখছিলেন এবং আবেগভরা কণ্ঠে বলছিলেন, হায়! যদি আমীরুল মুমিনিন ওমর রাযি. আমার এই ভাইয়ের দৃশ্য দেখতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন আমরা কিভাবে শত্রুর বর্শার মাথায় নিজেদের মাথা উৎসর্গ করি। –কিতাবুল জিহাদ ইবনে মুবারক ৫৬।

–তারিখে ইবনে আসাকির ৭০/৪১।

পুনঃবহাল

একবার খলীফাতুল মুসলিমিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর কাছে হযরত ওমর রাযি. বললেন যে, আপনি খালিদ বিন ওয়ালীদের কাছে এই মর্মে চিঠি লেখেন, যেন গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত উট-বকরী আপনার অনুমতি ছাড়া না দেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. তাই করলেন। ওদিকে যুদ্ধের ময়দান থেকে পত্র পাঠালেন যে, হে আমিরুল মুমিনিন! আমাকে এখানকার অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ দিন, অন্যথায় আপনি আমার ব্যাপারে যা করার করুন। উত্তর আসার পর আবু বকর সিদ্দিক রাযি. কে ওমর রাযি. খালিদ বিন ওয়ালীদকে বরখাস্ত করার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ শুনে আবু বকর সিদ্দিক রাযি. বললেন, খালিদকে বরখাস্ত করলে তার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? ওমর রাযি. বললেন, আমি করবো। অতঃপর তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বাড়িতে চলে গেলেন। এদিকে আরেক জন আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর নিকট এসে বললো, ইয়া আমিরুল মুমিনিন! আপনি ওমর রাযি.কে মদিনা থেকে বাহিরে পাঠাচ্ছেন, অথচ আপনি তাঁর পরামর্শের প্রতি মুখাপেক্ষী এবং খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে আপনি সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছেন, অথচ সে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের প্রতিহত করতে ও তাদেরকে পরাজয়ের মালা পরাতে

www.nagorikpathagar.org

সক্ষম। খালিদ সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় শত্রুদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, তাহলে এখন আমার কী করণীয়? লোকটি বললো, আপনি ওমর রাযি. কে মদিনায় তাঁর স্থানে রেখে দিন। আর খালিদ বিন ওয়ালীদকে তাঁর সুবিধা অনুযায়ী কাজ করতে দিন। এমন পরামর্শ পেয়ে তিনি অনেক খুশি হলেন।–সিয়ারু আলা'মিন নুবালা-৩৭৯/১।

ওমর রাযি. এর চিঠি

একবার হযরত ওমর রাযি. ক্রোধান্বিত হয়ে আমিরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর নিকট এসে বললেন, আপনি খালিদ বিন ওয়ালীদকে গনিমতের মাল যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে খরচ করতে দিচ্ছেন কেন? আপনি তাকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। এভাবেই কিছুদিন অতিবাহিত হলো এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযি. মৃত্যু বরণ করলেন। এবার হযরত ওমর রাযি. আমীরুল মুমিনিনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন। একদিন সততার সাথে তিনি ভাবলেন, আবু বকর সিদ্দিক রাযি. কে যে পরামর্শ আমি দিয়েছিলাম, তা যদি আমি নিজে না পালন করি তাহলে তো আল্লাহর সাথে আমার প্রতারণা করা হবে। এসব ভেবে তিনি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর নিকট একখানা পত্র পাঠালেন এবং চিঠিতে তিনি যা লেখার তা লেখলেন। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. উত্তরে লিখলেন, ঠিক আছে আমারও এই দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজন নেই। এবার আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর স্থানে আবু উবায়দা রাযি. কে সেনাপতি করে পাঠালেন। সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া সত্ত্বেও মনে প্রাণে-বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকলেন। চেহারা এবং কাজে এর কোনই প্রভাব প্রতিভাত হয়নি। –সিয়ারু আলা'মিন নুবালা-৩৭৯/১।

খালিদ রাযি. এর বীরত্ব

কিন্নাস্রীন শহরের অনতিদূরে রুমবাহিনী এবং মুসলিম বাহিনীর সাথে তুমুল লড়াই চলছে। শহরবাসী নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। একপর্যায়ে শত্রুবাহিনী মুসলমান বাহিনীর উপর প্রবল আক্রমণ চালালো। বিপর্জয় নিশ্চিত জেনেও হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বাহিনীকে চিৎকার করে বললেন, শত্রুদের সাথে লেগে থাক। অবশ্যই আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন।

www.nagorikpathagar.org

নিশ্চয় এই লেগে থাকাটাই উভয় জাহানের সফলতা। এভাবে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। হঠাৎ রুমের এক শক্তিশালী সৈনিক খালিদ বিন ওয়ালীদের ওপর চড়াও হলো এবং সিংহের ন্যায় গর্জন ছাড়ছিলো। ফলে খালিদ বিন ওয়ালীদও তাকে প্রতিহত করার জন্য সজোরে তার মাথায় আঘাত হানলেন। কিন্তু আঘাতটি লাগলো লোকটির হেলমেটে। এতে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর তরবারি ভেঙ্গে ছিটকে পরে গেলো; হাতে শুধু তরবারির হাতলটি অবশিষ্ট রইলো। এবার একজন বীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর সাথে খালি হাতে লড়তে আসলো। সে যখন এগিয়ে আসলো, উভয়ের লৌহবর্ম ঘর্ষণ লাগলো, এবং হাতা-হাতি শুরু হলো। একপর্যায় খালিদ বিন ওয়লীদ রাযি. লোকটিকে বুকের সাথে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, তার পাজরের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে একপাশের হাড় আরেক পাশে ঢুকে পড়লো। অতঃপর তাকে লাশ বানিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। এবার খীলদ বিন ওয়ালীদ রাযি. রুমী সৈন্যটির তরবারিটি হাতে তুলে নিয়ে তার থেকে বিপদ দূর করলেন এবং শত্রুদের গর্দান তাঁর উন্মুক্ত তরবারি দিয়ে কাটতে থাকলেন। –ফুতুহুস শাম ১৫৬-১৫৭/১।

খালিদ রাযি. এর বিনয়

উম্মতে মুহাম্মাদির সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ রাযি. তাঁর বাহিনী নিয়ে মুসলিম সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর বাহিনীর সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য উপস্থিত হলেন। এসে জিজ্ঞাসা করলেন, খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কোথায়? খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর সৈন্যবাহিনী বললো, তিনি এখন যুদ্ধের ময়দানে। হুংকার ছেড়ে বীরত্বের সাথে রুমের বীরদের সঙ্গে প্রকাশ্য মুকাবেলায় লিপ্ত হচ্ছেন। ফলে আবু উবায়দা রাযি. যুদ্ধের ময়দানে তাকিয়ে দেখেন যে, খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. রুমদের গুরুত্বপূর্ণ লোকদের সাথে যুদ্ধ করছেন। আবু উবায়দা রাযি. মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. রণাঙ্গন থেকে যখন পায়ে হেঁটে ফিরবেন, আমিও তাকে ঘোড়া থেকে নেমে স্বাগতম জানাবো। কিছুক্ষণ পর যখন যুদ্ধের ময়দান থেকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.

www.nagorikpathagar.org

কে প্রত্যাবর্তন করতে দেখতে পেলেন, তখন আবু উবায়দা রাযি. তাঁর ঘোড়া থেকে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ওদিকে তাকে মর্যাদা দেওয়ায় জন্য খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বিনম্রকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন, হে আবু উবায়দা ! আপনি ঘোড়া থেকে নামবেন না। এরপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. যুদ্ধের সেনাপতি হওয়া সত্তেও আবু উবায়দা রাযি. কে তাঁর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়া অবস্থায় পায়ে হেঁটে গিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। এমনটিই ছিল হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর বিনয়। –ফুতুহুম শাম-২৯/১

খালিদ রাযি. এর আমানতদারী

আল্লাহর দুশমন রুমবাহিনীর সাথে মুসলমানদের যখন তুমুল লড়াই চলছে। রণাঙ্গনের ধূলিতে গোটা দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. মদীনা থেকে বের হলেন মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করতে। সাথে তাঁর এক ক্রীতদাসকেও নিলেন প্রয়োজনে খেদমত গ্রহণ করতে। তারা যখন ময়দানের নিকটবর্তী হয়ে বিশাল রুম বাহিনীর অস্ত্রের বাহার আর জৌলুস দেখতে পেলেন, তখন আব্দুল্লাহ রাযি. এর ক্রীতদাসটি তাঁর থেকে পলায়ন করে রুমবাহিনীতে যোগ দেয়। এরপর সূর্যপুরুষ, খোদার উন্মুক্ত তববারি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বীরবিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শক্রদের গর্দান আগাছা কাটার মত এলোপাতাড়িভাবে কাটছিলেন। তাঁর ভয়ানক আক্রমনের সামনে টিকতে না পেরে ভীতু-কাপুরুষ রুমবাহিনী তাদের সব কিছু রেখে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলো। ওদিকে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. সেই পলায়নকারী গোলামটিকে ধরে ফেললেন। অতঃপর তার মালিক আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এর কাছে ফিরিয়ে দেন। –বুখারী:৩০৬৮।

ইবনে ওয়ালীদের দূরদর্শিতা

দামেশকের ভূমি পদলিত করছেন মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.। তাতে যতটুকু বিজয় দান করার আল্লাহ তা'য়ালা দান করলেন। একদা খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর বাহিনী নিয়ে বসে আছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন এক বার্তাবাহক তাঁর দিকে ধেয়ে আসছে। খালিদ বিন

www.nagorikpathagar.org

ওয়ালীদ রাযি. বার্তাবাহকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন, আমার মনে হচ্ছে যে, আবু বকর রাযি. এর মৃত্যুর শোকবার্তা, ওমর রাযি. এর খেলাফত গ্রহণের সুসংবাদ এবং আমার দায়িত্বের অব্যাহতির কথা বহন করে আসছে। অতঃপর দূতটি আবু উবায়দা রাযি. এর কাছে চিঠিটি দিলেন আর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. পূর্বে যা-যা বলেছিলেন তার একটিও ব্যতিক্রম হলো না। সুবহান আল্লাহ! –তারিখে ইবনে কাসীর-২৬১/১৬।

জাতির শ্রেষ্ঠ কর্ণধার

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. যখন খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর পরিবর্তে আবু উবায়দা রাযি. কে সেনাপতি হিসাবে নিয়োগ দিলেন, তখন খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. সবার সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলছেন, "তোমাদের জন্য এমন একজন ব্যক্তিকে নেতা হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, এই উম্মতের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এবং বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হলেন আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ রাযি."। এমন মর্মস্পর্শী আর গুণগ্রাহী ভাষণ শুনে আবু উবায়দা রাযি. ওঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই খালিদ থামো, এবার আমাকে একটু বলতে দাও। অতঃপর আবু উবায়দা রাযি. জনসম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, খালিদ রাযি. হলেন মহান আল্লাহর উন্মুক্ত তরবারি। সে জাতির কতইনা উত্তম কর্ণধার! –মুসনাদে আহমাদ-৯/৪।

সমালোচনার সমাধান

একবার শামবাসীরা আবু উবায়দা রাযি. এর মর্যাদা সম্পর্কে কানা-কানি করছিলো। তাদের সমালোচনার ঝড় যখন তুঙ্গে উঠলো, তার কিছু হাল্কা বাতাস খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর কানেও লাগলো। ফলে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে শামবাসীকে লক্ষ্য করে বললেন, আরে তোমরা আবু উবায়দা রাযি. কে নিয়ে সমালোচনা করছো? অথচ তিনি তো আমাদের গর্ব। কসম খোদার! নিশ্চয় আবু উবায়দা যমিনে বিচরণকারী উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। –আল ইছাবা:৫৮৯/৩।

www.nagorikpathagar.org

গুপ্তচর গ্রেফতার

রুম বাহিনীদের সাথে যুদ্ধ চলাকালীন একবার মুসলমানদের কিছু রহস্যময় কৌশলের কথা শত্রুদল রুমদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। এতে মুসলিম সেনাপতি হযরত আবু উবায়দা রাযি.-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। ততক্ষণাত তিনি উপস্থিত হলেন সুচতুর সাবেক সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.-এর নিকট বিষয়টি অবগত করার জন্য। সালাম বিনিময়ের পর বললেন, হে খালিদ! কতিপয় গুপ্তচর আল্লাহর দুশমন আমাদের গোপন কৌশলের কথা শত্রু বাহিনীর কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। হে খালিদ! কসম আল্লাহর, যখন আমি সৈন্যবাহিনীদের সাথে পরামর্শ করি, মনে হয় অবশ্যই শত্রুদের কোন গুপ্তচর আমাদের কথা চুপি চুপি শুনে এবং তা শত্রুদলের কাছে পৌঁছে দেয়। তবে আমার বিশ্বাস তুমি তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হবে। এরপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ঘোড়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে মুসলিম সৈন্যদের মাঝে ঢুকে তল্লাশি শুরু করলেন। হঠাৎ তাঁর নজর গিয়ে পড়লো এক আরব খ্রিস্টানের উপর। তার ব্যাপারে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.-এর সন্দেহ হলো। তাই তিনি তার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভাই! তুমি কোথা থেকে যুদ্ধ করতে এসেছো? লোকটি উত্তর দিলো ইয়ামান থেকে। এরপর খালিদ বিন ওয়ালীদি রাযি. আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়ামনের কোন অঞ্চল থেকে? এবার কিন্তু লোকটি নিরুত্তর হয়ে গেলো। কোন জেলা বা গ্রামের নাম বলতে পারলো না। দীর্ঘক্ষণ পরে লোকটি বলে উঠলো, ওহ! আমি গায়ছান থেকে এসেছি। তার এমন উল্টা-পাল্টা জবাব শোনার পর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ধমক দিয়ে বললেন, হে খোদার দুশমন! তুই-ই তাহলে সেই গুপ্তচর। লোকটি চিল্লা-চিল্লি শুরু করে দিলো এবং বলতে লাগলো, না না আমি খ্রিস্টান বা অমুসলিম নই। বরং আমি মুসলমান। এবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, ও আচ্ছা তুমি মুসলমান। ঠিক আছে তাহলে দুই রাকাত নামাজ উচ্চস্বরে কেরাত পড়ে আদায় করে দেখাও, তাহলে বিশ্বাস করবো। লোকটি ভেবে পাচ্ছিল না এখন কি করবে, আর কি পড়বে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অবশেষে তার গুপ্তচর হওয়ার কথা স্বীকার করলো এবং তার সাথে আর কে কে আছে তাদের কথাও প্রকাশ করে দিলো। – ফুতুহুস শাম ২৫৯/১।

www.nagorikpathagar.org

নিরলস বীরসেনানী

আরবের সিংহমানব, খোদার নাঙ্গা তরবারি, শ্রেষ্ঠবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর সাথে একদল নিবেদিতপ্রাণ নির্ভীক সৈনিকদের নিয়ে বিশাল রুম বাহিনীর মাঝে আক্রমণ চালালেন এবং তাদের অন্তরে ভয়-ভীতির তপ্ত হাওয়া বয়ে দিলেন। এমন সময় নাসতুর নামী এক রুমী বীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কে বাধা প্রদান করলো। ফলে উভয়ের মাঝে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত চলছিলো। কিন্তু রণবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর সব নিপুণ রণকৌশল প্রকাশে ব্যর্থ হলেন। একপর্যায়ে মাথা থেকে পাগড়ি খুলে মাটিতে পড়ে গেলে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর পাগড়িটি তোলার জন্য ঘোড়া থেকে নিচে নামলেন। নাসতুর তাঁর নিচে নামাটাকে মুখ্য সুযোগ ভেবে তাঁকে হত্যা করতে সামনে অগ্রসর হলো। কিন্তু ততোক্ষণে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর পাগড়িটি মাটি থেকে উঠিয়ে মাথায় পরিধান করে নিয়েছেন। এরপর তিনি নাসতুরের গর্দানে এমন এক থাবা বসালেন তাতে তার মাথা দেহ থেকে পৃথক হতে বাধ্য হলো। অতঃপর হুঙ্কার ছেড়ে বলতে লাগলেন, আছে কি কোনও রুমী বীর, যে আমার সাথে লড়বে? কিন্তু তাঁর সাথে লড়তে কেউ সাহস করলো না। ও দিকে হারেস বিন হিশাম আল মাখজুমী রাযি.-এর হৃদয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.-এর এমন দুর্দান্ত মুজাহাদা আর মুকাবিলা দেখে সহানুভূতির ঢেউ উঠলো। ফলে মুসলিম সেনাপতি আবু উবায়দা রাযি.-এর কাছে বললেন, হে আমীরুল মুজাহিদিন, খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর তরবারির হকও সঠিকভাবে আদায় করেছেন।

অতএব আপনি তাকে একটু বিশ্রাম নিতে বলছেন না কেন? হারেস রাযি.-এর এমন সমবেদনাপূর্ণ কথা শুনে সেনাপতি আবু উবায়দা রাযি. খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.-এর কাছে গিয়ে বললেন, ভাই খালিদ, আপনি এখন একটু বিশ্রাম নিন। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, হে মহামান্য আমীর, খোদার কসম! আমি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছি। এখন আপনি আমাকে তা থেকে দূরে রাখতে চাইলেও আশা করি অন্তর্যামী আল্লাহ আমার অন্তরের খবর জানেন। এরপর আবার শত্রুদলের উপর বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছেড়ে হানা দিলেন এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে রনাঙ্গণ থেকে পলায়ন করতে বাধ্য করলেন। –ফুতুহুস শাম ২২০/১।

www.nagorikpathagar.org

খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ও দামেশক

ইসলামের অতন্দ্রপ্রহরী খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি., আবু উবায়দা ও আমর ইবনুল আস রাযি. দামেশক যখন ঘেরাও করলেন, তখন দামেশকের অধিবাসীরা শহরের প্রধান প্রধান ফটকগুলো বন্ধ করে দিলো। জয় পরাজয়ের সন্ধিকালে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করলেন যে, আবু উবায়দা রাযি. কে সেনাপতি নিযুক্ত করে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়। ঠিক তাই করা হলো। ওদিকে অনেকদিন যুদ্ধের পর আবু উবায়দা রাযি. জাবীরা নামক ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন। ফলে শহরের নেতারা যখন দেখলো যে, তরবারির মুকাবিলা করে এই শহর রক্ষা করা সম্ভব নয়, তখন তারা খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কে মুসলমানদের আমীর ভেবে দ্রুত তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাঁর সাথেই সন্ধি করলেন। এবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. নেতাদের নিয়ে সন্ধিপত্র উন্মুক্ত খোলা অবস্থায় প্রবেশ করলেন। হঠাৎ কেউ বললো যে, খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তো আমীর নয় তাহলে তাঁর সন্ধি কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। উত্তরে সেনাপতি আবু উবায়দা রাযি. বললেন, খালিদের সন্ধিতে মুসলমানদের কোন আপত্তি নেই। তাঁর সন্ধি যথার্থ ও সঠিক। অতএব তাঁর সন্ধিই বহাল থাকবে। ফলে সন্ধি চুক্তি বহাল থাকলো।

–ফুতুহুল বুলদান ১২৯-১২৮/১।

পরাজয়ের ভয়

এবার রুম সম্রাট এত বড় বাহিনী প্রেরণ করলো, যাদের সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব। এত বড় সৈন্য বাহিনী দেখে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর সহযোগীদের কাতার ভেঙ্গে একত্রিত করে ভাষণ দিলেন, ভায়েরা আমার! নিশ্চয়ই তোমরা ইতিপূর্বে এত বড় শত্রুদল প্রত্যক্ষ করনি। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা যদি এবার তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করেন, তাহলে আর হয়তো তাদের বিপক্ষে তোমাদের কোনও দিন যুদ্ধ করতে হবে না। অতএব তোমরা সততা ও দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করবে; কস্মীনকালেও পিছু হটবে না। আর যদি পিছু হটো, তবে তা তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর বললেন, হে মুসলিম সেনারা! তোমাদের মধ্যে এমন কে

www.nagorikpathagar.org

আছো, যে শত্রুদলের খবরা-খবর আমাদেরকে অবগত করবে। দারর ইবনে আজওর বললেন, আমি পারবো ইন্‌শা'আল্লাহ। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, তুমিই একাজের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু শত্রুদলের নিকটবর্তী হয়ে এমন কাজ করতে যেও না হে দারর! যাতে তোমার সাধ্য নেই। নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে তুমি তাদেরকে আক্রমণ করতে যেও না। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "তোমরা ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সমম্মুখীন কর না" (সূরা বাকারা: আয়াত-১৯৫)। দারর ইবনে আজওর খবর শুনতে উপস্থিত হলেন শত্রু শিবিরের একদম নিকটে। হঠাৎ শত্রু সেনাপতির সুক্ষ্ম দৃষ্টি দাররের উপর পড়তেই বুঝে ফেললো যে, সে মুসলিম গুপ্তচর।

ফলে তাকে গ্রেফতার করার জন্য ত্রিশজন অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করলেন। দারর ইবনে আজওর তাদেরকে দেখে দ্রুত ঘোড়া চালালেন। সৈন্যরাও তাকে ধরার জন্য খুব দ্রুত ঘোড়া চালালো। শত্রুদল যখন তাদের শিবির থেকে অনেক দূর চলে আসলো দারর ইবনে আজওর এবার ফিরে দাঁড়ালেন এবং তাদের সাথে একাই তুমুল লড়াই শুরু করে দিলেন। আর তাদের সাথে হিংস্র ক্ষুধার্ত সিংহ বকরী পালের সাথে যেমন আচরণ করে, ঠিক তেমন আচরণ করলেন। শেষপর্যন্ত তাদের উনিশজন বাহাদুর মৃত্যুবরণ করার পর তারা ভয়ে পালায়ন করে প্রাণে বাঁচে। অতঃপর তাদের ঘোড়া ও অস্ত্রগুলো নিয়ে তিনি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর নিকট ফিরে আসেন এবং ঘটনার ব্যাপারে অবগত করেন। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাকে বললেন, আমি তোমাকে তাদের সাথে লড়াই করতে নিষেধ করিনি? তিনি বললেন, আমিও জনাব যুদ্ধ করতে চাইনি। কিন্তু তারা যখন আমাকে গ্রেফতার করতে আমার নিকটে চলে এসেছে, আমি তখন আমার প্রাণ বাঁচাতে তাদের সাথে লড়াই করতে বাধ্য হই।

–ফুতুহুস শাম: ৫৬-৫৭/১।

আমি কৃপণ নই

হিমছের অধিবাসী ওরদানের নেতৃত্বে পরিচালিত রুমবাহিনীর সাথে মুকাবেলা করার জন্য সমরসিংহ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. আরেক সিংহমানব দারর ইবনে আজওর রাযি. কে প্রেরণ করলেন। তিনি ছিলেন নাখায়ার সিংহ। আরামবসে সংগঠিত হলো তুমুল লড়াই। লড়াকু বীর দারর বিন আজওর বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুবাহিনীর ওপর। কচুর

www.nagorikpathagar.org

ন্যায় কাটতে থাকেন তাদের মাথাগুলো। অগণিত মাথা কাটা পড়লো তাঁর তরবারিতে। একপর্যায়ে তারা দাররকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং বন্ধী করার চেষ্টা চালায়। তাকে বন্দী করা এটাও ছিলো বিড়ালের গলায় ইঁদুরের ঘন্টা বাঁধার মতো দুষ্কর ব্যাপার। যাই হোক তাঁর বন্ধী হওয়ার পর এই সংবাদ শুনে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. চিন্তিত হলেন এবং আবু উবায়দা রাযি. এর নিকট পরামর্শ চেয়ে একটি পত্র লিখলেন। এবার আবু উবায়দা রাযি. পরামর্শ দিলেন হে খালিদ! তুমি শত্রুশিবিরের দিকে অগ্রসর হও। নিশ্চয় আল্লাহর অশেষ কৃপায় তুমি তাদেরকে মাটির সাথে পিষে ফেলতে সক্ষম হবে। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন যে, খোদার কসম! আল্লাহর রাস্তায় আমার জান উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে আমি কৃপণ বা কুণ্ঠিত নই। এবার রণসিংহ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বেরিয়ে পড়লেন শত্রুদের শিবিরে। অনেক লড়াইয়ের পর শত্রুরা কঠিনভাবে পরাজিত হয় এবং দারর ইবনে আজওর বন্ধিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন।

–ফুতুহুস শাম:৪৫-৪৩/১।

নেকাবওয়ালী বীরাঙ্গনা

এক নেকাবধারী বীরাঙ্গনা বাজ পাখির মত রুমবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে এলোপাতাড়িভাবে শত্রুদের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছিলো এবং তার হাতের লম্বা এক বর্শায় ছিদ্র হচ্ছিলো শত্রুদের বুকগুলো। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. নেকাবদারী এই যোদ্ধার বীরত্ব ও সাহসীকতা এবং যোগ্যতা ও অবিজ্ঞতা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বীরযোদ্ধা কে? কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পরলেন না। দুঃসাহসী এই যোদ্ধা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত শত্রুদের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে তাদের কাতারকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে। ফলে রুমবাহিনীর মাঝে আতঙ্কের বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। সে আক্রমণ করতেই তার বর্শা রুমবাহিনীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। এতে মুসলিমবাহিনী বলাবলি করছিলো যে, এতো বড় যোদ্ধা খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ছাড়া আর কে হবে! এসব আক্রমণ খালিদ বিন ওয়ালীদের ছাড়া আর কার হবে! ইতিমধ্যে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাদের মাঝে উপস্থিত হলেন। রাফি বিন ওমায়ের তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার সামনে চলছে এই যোদ্ধাটা কে? সে কতইনা সাহসিকতা আর বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে। একথা শুনে খালিদ বিন ওয়ালীদ

www.nagorikpathagar.org

রাযি. সেই বীর যোদ্ধার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা বললেন, স্বাগতম! মানুষের অন্তরকে তুমি শান্তি দিয়েছো, এবং তাদের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছো। তো তোমার নাম কি? বীরযোদ্ধা উত্তর দিলো, আমি খাওলা বিনতে আজওর। রুমবাহিনীর হাতে বন্দী দারর ইবনে আজওরের বোন। আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, দারর শক্রদল কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছে। ফলে আমি অস্ত্র ধরেছি এবং যা করার তা করছি। কিছুক্ষণ পর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. জানতে পারলেন যে, দাররকে রুমের বাদশার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ফলে তিনি রাফি বিন উমায়ের রাযি. কে দাররকে মুক্তি করার জন্য প্রেরণ করলেন। খালিদ রাযি. কে খাওলা বললো, রাসূলের প্রতি আপনার অকৃত্রিম ভালোবাসার দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকেও পাঠান আমার ভাইয়ের নিস্কৃতির জন্য। এরপর তাকেও খালিদ রাযি. রাফির বাহিনীর সাথে পাঠালেন। পরে তিনি ভাইকে মুক্ত করতে সক্ষম হন।

–ফুতুহুস্ শাম:৪৫-৪৭/১

রণক্ষেত্রে খালিদপত্নী

একবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অগ্রভাগের কেশ সম্বলিত পাগড়িটি যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যেতে ভুলে গেলেন। ওদিকে জাবালা ইবনে আইহাম দশজন মুসলিম গুপ্তচরকে তার বাহিনী নিয়ে ঘেরাও করে আটক করে। তাদের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.ও ছিলেন। জাবালা ইবনে আইহাম যখন জানতে পারলো যে, তার ঘেরাওকৃত বাহিনীর মধ্যে শামে প্রভাব বিস্তারকারী খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.ও আটক হয়েছে, তখন তার আরও বেশি লোভ হয় তাকে বন্ধী করার জন্য। খবরটি যখন উম্মে তামীম খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর স্ত্রীর কাছে পৌঁছালো, সাথে সাথে তিনি যুদ্ধের পোশাক পরিধান করে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বায়ুবেগে ছুটলেন রণাঙ্গনে। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাকে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে শত্রুদের সাথে লড়তে দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. নেকাব থাকার কারণে মুখ দেখতে না পারায় স্ত্রীকে চিনতে পারলেন না। এক পর্যায় জিজ্ঞাসা করলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. হে তুমি কে? উত্তর দিলেন আমি আপনার স্ত্রী উম্মে তামীম। হে আবু সুলাইমান! আপনার বরকতময় পাগড়িটি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর পাগড়িটি নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

মাথায় পরিধান করলেন। ওদিকে আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর সাথে মিলিত হোন। এবার তারা একত্রে আক্রমণ হানলে জাবালা ইবনে আইহাম তার সৈন্য নিয়ে পলায়ন করে। –ফুতুহুস্ শাম:১৩০-১২৯/১।

বীরাঙ্গনাদের মুক্তি

একবার রুমবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে কিছু মুসলিম মহিয়সী নারীদের বন্ধী করে। খবরটি পৌঁছলো মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর নিকট। হৃদয়বিদারক এমন সংবাদ শুনে তিনি আতঙ্কে চমকে ওঠলেন এবং মুখে উচ্চারণ করলেন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। তৎক্ষণাত তিনি রাফি বিন ওমায়েরকে অগ্রে প্রেরণ করলেন। আবু বকর রাযি. এর পুত্র আব্দুর রহমান শত্রুদেরকে প্রতিহত করতে থাকেন। এবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ছুটলেন মুসলিম রমণীদের ছাড়িয়ে আনতে। বন্দী মহিলাদের মাঝে বীরত্বে প্রসিদ্ধ খাওলা বিনতে আজওর রাযি.ও ছিলেন। তিনি সব মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, হে বীরাঙ্গনারা! তোমরা কি রুমীদের বন্দীশালায় আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করছো? তোমাদের সাহসী মায়েরা কোথায়– যাদের বীরত্ব ও সতীত্ব দিয়ে জাজিরাতুল আরব আবাদ করার আলোচনা করি? তার জ্বালাময়ী এসব কথা শুনে সব নারীরা তাবুর খুঁটি নিয়ে রুমবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলো এবং তারা ত্রিশজন রুমী সেনাকে হত্যা করে ফেললো। তাদের এ দৃশ্য রুমের সেনাপতি বাতরাস প্রত্যক্ষ করলো এবং তার সব সৈন্য নিয়ে নারীদের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করলো। হঠাৎ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ও দারর ইবনে আজওর এবং অন্যান্য মুসলিম সৈন্যরা একসাথে বাতরাসের বাহিনীর উপর আক্রমণ করলেন। ওদিকে খাওলা বিনতে আজওর বাতরাসের দিকে ছুটলেন। কাছে গিয়ে তার ঘোড়ার পায়ে এমন এক আঘাত হানলেন যে, ঘোড়ার পা গুলো কেটে বাতরাস মাটিতে লুটে পড়ে। ফলে দারর বিন আজওর তাকে বর্শার আঘাতে হত্যা করতে সক্ষম হন। এরপর মুসলিম বীরাঙ্গনারা খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর সাথে সম্পূর্ণ ক্রুটিমুক্ত অবস্থায় তথা পূর্ণ সতীত্বের সাথে ঘরে ফিরেন।

–ফুতুহুস শাম:৫৪-৫২/১।

www.nagorikpathagar.org

পলায়নপর বাহিনী

মুসলিম সেনাপতি মাইছারা বিন মাসরুক ও তার বাহিনীকে রুমবাহিনী ঘেরাও করে ফেলেছে। তাই মাইছারা আবু উবায়দা ইবনুল জারাহ্ রাযি. এর কাছে মদদ চেয়ে পাঠালেন। আবু উবায়দা রাযি. তার মদদে পাঠালেন সমরকৌশলী, সিংহকেশরী, বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে। রুমবাহিনী মাইছারাকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ হলে তাদের এক বীর সৈন্য মাইছারার দিকে অগ্রসর হয়। হঠাৎ সে শুনতে পেলো, খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিচ্ছেন। তাঁর সাথে আওয়াজ তোলেছে সমগ্র মুসলিমবাহিনী। আকাশ-বাতাস মুখরিত হচ্ছে তাদের তাকবীরে। পাহাড়-পর্বত প্রকম্পিত হচ্ছে তাদের ধ্বনিতে। রণাঙ্গনে হাজির রণবীর। ফলে অস্থির ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে গোটা রুমী সেনাবাহিনী। মাইছারাকে হত্যার জন্য যে রুমী বীর অগ্রসর হয়েছিলো, তাকে প্রতিহত করতে সামনে বাড়লেন লড়াকু সৈনিক খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.। বাতাসের গতিতে তার দিকে ছুটে গিয়ে তাকে তাঁর উন্মুক্ত তরবারির এমন আঘাত বসিয়েছেন, যার ফলে রুমী সেই বীরের একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে এবার সিংহের থাবা খেয়ে আহত হরিণের মত দৌঁড়ে চলে গেলো রুমবাহিনীর কাছে এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, সিংহ! সিংহ! খালিদ বিন ওয়ালীদ! মুসলিম বাহিনী খালিদ বিন ওয়ালীদের মদদপুষ্ট হয়েছে। এই খবর শুনে রুমবাহিনী মাঠ থেকে ভীতু কাপুরুষের পরিচয় দিয়ে পলায়ন করতে থাকে।

–ফুতুহুস শামঃ ১২-১৪/২।

অপারগতা ও ওজর প্রত্যাখ্যান

খোদার নাঙ্গা তরবারি, উম্মাহর অতন্দ্রপ্রহরী, জাতির কর্ণধার, তাপস সিপাহসালার হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর, জাতির সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন– "নিশুয় আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাকে এই সম্পদের সংরক্ষণকারী এবং বণ্টনকারী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। আমি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে ক্ষমতাচ্যুত করেছি, এই জন্য প্রথমে অপারগতা প্রকাশ করছি। তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কারণ হলো, আমি

www.nagorikpathagar.org

তাকে বলেছি যে, গণিমতের এইসব মাল আপনি গরীব মুহাজির সাহাবাদের মাঝে বণ্টন করে দিন। কিন্তু তিনি সেগুলো বীর মুজাহিদ এবং মর্যাদা ও বাগ্মীতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাঝে বণ্টন করে দেন। ফলে আমি তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেই এবং আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ রাযি. কে দায়িত্ব প্রদান করি।" অতঃপর আবু আমর ইবনে হাফছ ইবনে মুগীরা রাযি. দাঁড়িয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কর্ম ও চরিত্র এবং জীবন চরিত তুলে ধরলেন। এরপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর হিকমত বর্ণনা করলেন যে, তিনি এই কাজ করেছেন যাতে যুদ্ধ আরও তীব্র গতিসম্পন্ন হয়। মুজাহিদগণের মনকে প্রফুলস্ন রাখতে তিনি এমন করেছেন। যেহেতু তিনি সেনাপতি, তাই তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে এই কাজ করেছেন। অতএব হে আমীরুল মুমিনীন, খোদার কসম! আপনি আপনার ভুল বোঝাবুঝির জন্য অপারগতা প্রকাশ করবেন না। কেননা নিশ্চয় আপনি এমন একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন, যাঁকে স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এমন এক তরবারিকে কোষে আবদ্ধ করলেন যাকে স্বয়ং মহান আল্লাহ উন্মুক্ত করেছিলেন এবং এমন এক ব্যক্তির হাত থেকে ঝাণ্ডা নামিয়ে নিলেন, যা তাঁর হাতে স্থাপন করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মোটকথা হযরত ওমর রাযি. এর এই কাজে অনেকেই একমত পোষণ করেননি। –মুসনাদে আহমদ:১৫৪৭৫।

উত্তম ব্যক্তি খালিদ রাযি.

ন্যায় বিচারক, অর্ধজাহানের খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. একবার চিঠি লিখলেন মুসলিম সিপাহসালার হযরত আবু উবায়দা রাযি. এর নিকট। বার্তাবাহক চিঠিটি হযরত আবু উবায়দা রাযি. এর হাতে দিয়ে বললেন, হে আবু উবায়দা! আমীরুল মুমিনীন খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর সম্পর্কে আমাকে অবগত করানোর জন্য আপনাকে আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং বলুন, তিনি লোকটি কেমন? উত্তরে হযরত আবু উবায়দা রাযি. বললেন, খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. সর্বোত্তম ব্যক্তি। ইসলামের জন্য সবচেয়ে আন্তরিক ও হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ। কাফির শত্রুদের জন্য সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। –তারিখে ইবনে আছাকির:৬৫/৬৮।

www.nagorikpathagar.org

খালিদের প্রতিবিম্ব

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর প্রতিবিম্ব ছিলেন। এক রাতে হযরত ওমর রাযি. মদীনায় টহল দিতে গিয়ে সাক্ষাত পেলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোকের। ওমর রাযি. কে দেখে বললেন, হে আবুল ওয়ালীদ অর্থাৎ তিনি ওমর রাযি. কে খালিদ বিন ওয়ালীদ ভেবে নিলেন। ওদিকে হযরত ওমর রাযি.ও উত্তর দিলেন এবং বললেন, কিছু বললেন নাকি? ভদ্রলোকটি বললো হ্যাঁ, শুনলাম আপনাকে ওমর রাযি. ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। তা কথাটা কি ঠিক? ওমর রাযি. উত্তর দিলেন হ্যাঁ, ঠিক। এবার ভদ্রলোকটি বললো, ওমর সে তো পরিতৃপ্ত হয় না। আল্লাহ্! তাঁর পেট ভরে দিয়ে পরিতৃপ্ত করুন। হে খালিদ! এখন তুমি কী করবে? ওমর রাযি. উত্তর দিলেন, কী আর করবো আমি তো কেবল হুকুমের গোলাম। পরদিন সকালে ওমর রাযি. লোক মারফত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে গতরাতে লোকটি আমার ব্যাপারে কী বলেছে? ঘটনাক্রমে ভদ্রলোকটিও ওমর রাযি. এর পাশেই বসা ছিলো। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন না তো-আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি। ভদ্রলোকটি টের পেয়ে বললেন, হযরত আমাকে ক্ষমা করুন! আল্লাহ্ও আপনাকে ক্ষমা করবেন। অতঃপর হযরত ওমর রাযি. হেসে ফেললেন এবং রাতের ঘটনাটি খালিদ বিন ওয়লীদ রাযি. কে অবগত করলেন। –তারিখে ইবনে আছাকির:১৫৩/৪১।

খালিদ ও বায়তুল মুকাদ্দাছ

বিচক্ষণ সিপাহ্সালার, উম্মাহর কর্ণধার হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. যখন বায়তুল মুকাদ্দাছে আসেন, সেখানের অধিবাসীরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম কি? তিনি উত্তর দিলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ। তারা প্রশ্ন করলো আপনি কার পক্ষ থেকে এসেছেন, উত্তর দিলেন ওমর ইবনুল খাত্তাবের। এবার তারা বললো, ওমরের কিছু বর্ণনা দিনতো আমরা শুনি। ফলে তিনি তাঁর কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। তারা তাঁর বর্ণনা শুনে বললো, ও– তাহলে তো আপনি এই শহর বিজয় করতে পারবেন না। তবে ওমর ইবনুল খাত্তাব পারবে। কেননা আমরা কিতাবসমূহে পেয়েছি যে, এটার পূর্বে আপনার হাত শামদেশ বিজয় লাভ করবে। এরপর খালিদ

www.nagorikpathagar.org

বিন ওয়ালীদ রাযি. কাইছারিয়া বিজয় করেন। অতঃপর ওমর রাযি. এর নিকট চলে যান। শেষে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাছ বিজয় করেন এবং তার অধিবাসীদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হোন। –ইবনে আছাকির:২৮৬/৬৬।

অধিক মহিমান্বিত খালিদ

প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সফল রাষ্ট্রনায়ক হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. শামের দিকে রওয়ানা করলেন। সেখানের অবস্থা দেখে গভর্নরদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। প্রজাদের মুখে বীরসেনানী খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর প্রশংসা শুনতে-শুনতে তার কান ভারি হয়ে যায়। যেখানেই যান সেখানেই সবাই খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিষয়টি তিনি অতিরঞ্জন মনে করলেন। ফলে তাঁর নিকট খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে নিষেধ করেন। ঘটনাক্রমে একদিন খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. হযরত ওমর রাযি. এর সাথে বসা ছিলেন। পাশে আরও কিছু লোক উপবিষ্ট ছিলো। হঠাৎ আবু ওয়াজ্জা নামক এক কবি ওমর রাযি. এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, এখানে কি খালিদ আছেন? একথা শুনে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর মুখ থেকে নেকাব বা এজাতীয় কিছু সরালেন। এবার আবু ওয়াজ্জা তাকে পেয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আপনি আপনার সাথীদের জন্য কপালস্বরূপ, তাদের মধ্যে আপনি সবচে' সম্মানিত, মহিমান্বিত এবং গৌরবান্বিত। তাদের জন্য আপনি হলেন খুঁটির মত। কিছুদিন পর আবু ওয়াজ্জার সাথে ওমর রাযি. এর মদীনায় দেখা হলে তাকে ওমর রাযি. বললেন, হে আবু ওয়াজ্জা! আমি আমার নিকট খালিদ বিন ওয়ালীদের প্রশংসা করতে নিষেধ করিনি? উত্তরে আবু ওয়াজ্জা বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা তাদেরই কেবল প্রশংসা করি যারা আমাদের প্রতি দয়া করেন, কিছু দান করেন, আমাদের ক্ষুধার্ত পেটের আহার যোগান দেন। পক্ষান্তরে যারা অনুগ্রহ আর অনুকম্পার হাত প্রসারিত করেন না, তাদের এমন বঞ্চনা করি, যেমন গোলাম তার মনিবের বঞ্চনা করে থাকে। –আল ইছাবা ২৮৬/৬৬।

www.nagorikpathagar.org

ধৈর্যের ফল

মুসলিম সেনাপতি আয়াস তার বাহিনী নিয়ে রাণী মারয়ামের দূর্গ ঘেরাও করেন। রানী এবং তার লোকজন শহরের মজবুত দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলো। এতে মুসলমানদের জন্য তা জয় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়লো। ওদিকে রাণী তার সৈন্যদের উত্তেজিত করতে ভাষণ দেন যে, হে আমার প্রিয় সৈন্যবাহিনী জেনে রাখ! এই আরবজাতি তোমাদের শহরের আঙ্গিনা দখল করে ফেলেছে। এখন তারা তোমাদের এই দূর্গটিও দখল করতে চায়। যদি তারা এটা দখল করতে পারে তাহলে মাসীহের ধর্ম ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। অতএব তোমরা জান-প্রাণ দিয়ে এটা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে থাকো। ফলে তরা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের গতিবিধি লক্ষ করে মুসলিম সেনাপতি নিরাশ হয়ে দেওয়াল এবং খুটির আড়ালে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! তোমরা দেখতে পাচ্ছো এই দূর্গ অত্যন্ত সুরক্ষিত। এটা বিজয় করা মনে হয় সম্ভব হবে না। অতএব তোমাদের মতামত কী? আমরা তাদের উপর কিভাবে আক্রমণ করে বিজয় লাভ করবো? একথা শুনে দিগ্বিজয়ী রণবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বলেন, হে আমীরুল মুজাহিদিন! জেনে রাখুন, আমাদের কোন বিজয় আল্লাহ আমাদের শক্তি-সামর্থ এবং অধিক জনবলের কারণে দেননি। বরং তাঁর সাহায্য আর দয়া-অনুকম্পার মাধ্যমে হয়েছে। সুতরাং আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। কেননা ধৈর্যের ফল হলো সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর এমন বক্তব্য শুনে যেন আয়াস প্রাণ ফিরে পেলেন। তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা শত্রুদের পরাজিত করে মুসলমানদের বিজয় দান করেন।

–ফুতুহুস শাম:২২৫/১।

মেঘের উপরেও আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত

বীরকুল শিরোমণি, নির্ভীক সৈনিক খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. চলেছেন কিন্নাসরীন শহরের দিকে। যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন, সেখানকার খ্রিস্টান অধিবাসীরা এবং রুমবাহিনীরা উত্তেজিত হলে তাদের সাথে লড়াকু সৈনিক খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর তুমুল লড়াই হয়। তিনি তাদের সেনাপতি মীতাসকে প্রাণে মেরে ফেলেন। পরাজিত হয়ে খ্রিস্টানরা বলতে

www.nagorikpathagar.org

লাগলো যে, এই যুদ্ধ আমাদের অনিচ্ছায় হয়েছে। এতে আমাদের কোনো আসক্তি বা আগ্রহ ছিলো না। তাই আমরা পরাজিত হয়েছি। ঠিক আছে আমরা প্রস্তুতি নেই, তারপর তোমাদের প্রতি আমাদের ওপেন চ্যালেঞ্জ। এসব বলে তারা শহরে সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় নিলো এবং ধারণা করলো যে, খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাদের সাথে পারবে না। এবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহর দুশমনরা! তোরা যদি মেঘের উপরেও আশ্রয় গ্রহণ করিস সেখানেই আমাদেরকে আল্লাহ উঠিয়ে নিয়ে যাবেন, অথবা তোদেরকে নামিয়ে দিবেন আমাদের কাছে, যাতে তোদের পরাজিত করে তাঁর দ্বীন তাঁর যমিনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। অতঃপর তাদের সাথে অনবরত যুদ্ধ করে সেই শহর বিজয় করে মুসলমানগণ ক্ষান্ত হোন। কাফেরদের সাথে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর এমন মুকাবেলার কথা যখন ওমর রাযি. জানতে পারলেন, তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হলেন এবং বললেন, সত্যিই আবু বকর রাযি. আমার চাইতে লোক ভালো চিনতেন। কসম খোদার! আমি খালিদ বিন ওয়লীদ রাযি. কে কোন সংশয়-সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দরুন তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেইনি। কিন্তু অপসারণ করেছি এই ভয়ে যে, মানুষ তাঁর হেকমত না বুঝে ফেতনায় পড়বে। –আল বিদায়া ওননিহায়া:৫৩/৭।

প্রশিক্ষক খালিদ

ইয়ারমুকের যুদ্ধে রুমবাহিনীর সাথে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে মুসলমানগণ। মুসলিম সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে আসলেন রণকৌশলী খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.। বিভিন্ন কৌশল শিক্ষা দিচ্ছেন তিনি। একসময় তীর-ধনুক নিয়ে প্রদর্শনী করছেন। চারদিকে লোকজন ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে সৈনিকদের এসব মহড়া, মার্চ এবং প্রশিক্ষণ দেখার জন্য। খালিদ বিন ওয়ালীদের এমন কাজ দেখে অনেকে আশ্চার্যান্বিত হচ্ছে। ফলে তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আরে তোমরা আমার এসব প্রশিক্ষণ দেখে কী ধারণা করছো? এসব কি এমনি এমনি করছি? না, বরং আমরা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে, তোমরা কোরআন এবং তীর নিক্ষেপ করা শিক্ষা করো এবং তোমাদের সন্তানদেরকেও শিক্ষা দাও। –মাজমাউয জাওয়ায়েদ:২৬৯/৫।

www.nagorikpathagar.org

ন্যায়-বিচার

এক ব্যক্তির সাথে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর চাচাতো ভাইয়ের কোন বিষয়ে কথা কাটা-কাটি হয়। খালিদ রাযি. এর চাচাতো ভাই একপর্যায়ে লোকটিকে একটি চপেটাঘাত করে। ফলে লোকটির চাচা ন্যায়ের আধার, নাঙ্গা তরবারি খোদার হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর কাছে বিচার দেয় এবং বলে যে, হে কুরাইশীগণ! আল্লাহ আপনাদের চেহারাকে আমাদের চেহারার উপর ফজিলত দেননি। তবে আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনেক সম্মান দিয়েছেন। এবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বিষয়টি ভালোভাবে অবগত হওয়ার পর প্রহারিত লোকটিকে বললেন, আচ্ছা ভাই! তুমি আমার চাচাতো ভাইয়ের থেকে কেসাস গ্রহণ করো। লোকটির চাচা বললো, হে ভাতিজা! অতএব তুমিও তাঁর চাচাতো ভাইয়ের গালে একটি চপেটাঘাত করো। অতঃপর প্রহারিত লোকটি যখন চপেটাঘাত করার জন্য হাত প্রসারিত করলো, লোকটির চাচা এবার বললো, বাস্-বাস্ হয়েছে হে ভাতিজা! তুমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দাও। শেষে প্রহারিত লোকটি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর চাচাতো ভাইকে কোন আঘাত করলো না। –মাজমাউজ যাওয়ায়েদ:২৯০/৬।

রক্তের বন্যা

আরব খ্রিস্টানরা উলাইস নামক স্থানে একত্রিত হয়েছে আমীরে কিসরার সাথে। তারা সেখানে অনেক রকমারি খাবার প্রস্তুত করেছে। হঠাৎ সেখানে জালিমের আতঙ্ক খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. উপস্থিত। সবার সামনে বেড়ে সিংহের হুংকার ছাড়লেন। তাঁর গর্জন শুনে খ্রিস্টানরা আতঙ্কে কম্পিত হলো। কেউ বের হওয়ার সাহস করলো না। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. চিৎকার করে বললেন, মালেক ইবনে কায়েস কোথায়? এবার তাঁর ডাক শুনে বেরিয়ে এলো মালেক ইবনে কায়েস, তাকে দেখে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, হে খবীছার পুত! আমার সামনে বের হওয়ার সাহস তোকে কে দিলো? তোর মাঝে তো কোন আমানতদারী নাই। বজ্রের মতো আওয়াজ করে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তরবারির আঘাতে তার মাথা দেহ থেকে পৃথক করে দেন। কাফেররা এই দৃশ্য দেখে খাবার ছেড়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ

www.nagorikpathagar.org

করতে উদ্ধত হয়। ওদিকে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. দোয়া করছেন, হে আল্লাহ! আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে আপনার কোন দুশমনকে আমি ছাড়বো না এবং তাদের রক্তে আজ বন্যা বয়ে দিয়ে তাদের নদী প্রবাহিত করে ছাড়বো। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাদের উপর এমন হামলা করলেন, সত্যিই তাদের রক্তের বন্যায় প্রবাহিত হলো তাদের নদী। তাদের পরাজিত করে তাদেরই প্রস্তুতিকৃত খাবার তাঁর বাহিনীকে নিয়ে খেয়ে তৃপ্ত হোন। –ফুতুহুস শাম:৩৪৬/৬।

বাহাদুর-তো-তিনিই

তেজস্বী পুরুষ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. আল্লাহর নাঙ্গা তরবারি বিজয় করে চলেছেন একের পর এক দেশ ও শহর। এবার তিনি পৌঁছলেন এমন এক শহরে যেখানে বসবাস করতো হাজার নামক এক বাহাদুর। তার অনেক উল্লেখযোগ্য বাহাদুরির কথা প্রসিদ্ধ আছে। যুদ্ধের ময়দানে তার শক্তি-সামর্থের কথা, তার তরবারি ও রণকৌশলের কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছিলো। এরকম আলোচিত ব্যক্তির কথা খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর কানে পৌঁছলো। কিন্তু এতে তিনি বিচলিত হলেন না এবং চিন্তিতও হলেন না। কেননা তাঁর প্রতিপালকের উপর ছিলো তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরসা। সুদৃঢ় ঈমান ও প্রভুর উপর পূর্ণ আস্থা নিয়ে সকাল বেলা যখন শত্রুদের মুকাবিলায় বের হলেন। প্রথমেই খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. হাজারকে মনে মনে খুঁজছিলেন। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত গুজব যেন চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টিতে বিরাট দেহ আর লম্বা তরবারির বাহক হাজারকে দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাত তিনি বাজ পাখির ন্যায় দ্রুত তার দিকে ছুটে গেলেন। এরপর সিংহের মত গর্জন ছেড়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং কল্লা কেটে জাহান্নামের যাত্রী বানালেন। অতঃপর তিনি নাস্তা চাইলেন এবং হাজারের মৃত দেহের সাথে টেক লাগিয়ে নাস্তা খেলেন। –ইবনে আবী শাইবা:১৪০/৫।

ওয়াদা পূরণ

রুমবাহিনীর সাথে যুদ্ধ চলাকালীন একবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. রুমী সেনাপতি হারবীছকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করলেন। ফলে রুমী এক বন্দীকে সেনাপতির স্থান অবগত হওয়ার জন্য তলব করেন। সৈন্যটি

www.nagorikpathagar.org

উপস্থিত হয়ে বললো, আমাকে যদি আপনি মুক্তি দেন তাহলে তার স্থান অবগত করতে রাজি আছি। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, ঠিক আছে তুমি বল, তোমাকে মুক্ত করার ওয়াদা দিচ্ছি। লোকটি হারবীছের স্থান অবগত করলো। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাকে এবং তার সঙ্গীদের ধরতে দ্রুত চললেন। পাহাড়ের পাদদেশে হারবীছকে তার সৈন্যদের মাঝে অবস্থান করতে দেখলেন। এদিকে হারবীছ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে একা দেখতে পেয়ে তাঁর প্রতি লোভ হলো। ফলে সে চিৎকার করে বলে ওঠলো, এই তোমরা কে কোথায় আছো! এই তো তোমাদের হাতের নাগালে তোমাদের পরম শত্রু-শামের আত্মা, বসরা, হাওরান, দামেশক এবং আজারবাইজানের বিজেতা এসে গেছে। তারা খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসলো। এবার খালিদ বিন ওয়ালীদ তাঁর ঘোড়া থেকে নেমে তাদের সাথে মুকাবেলায় লিপ্ত হলেন। একপর্যায়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে একটু অসর্তক পেয়ে হারবীছ তাকে একটা শক্ত আঘাত করলো, এতে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর মাথার হেলমেট ভেঙ্গে যায়। এবার তিনি চিৎকার করে তাকবীর-তাহলীল পাঠ করলেন। ওদিকে মুসলিম বাহিনী খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর তাকবীর শুনতে পেলেন। সাথে সাথে আব্দুর রহমান বিন আবু বকর রাযি. তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আপনার সাহায্যকারী হিসেবে আমি উপস্থিত। আমি আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সিদ্দিক। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাঁর দিকে মাথা না ফিরিয়ে রুমীদের সাথে লড়তে থাকেন। এক সময় হারবীছ পলায়ন করতে চেষ্টা করলে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাকে বর্শা দিয়ে এমন এক আঘাত করেন, তাতে তার কলিজা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন এবং রুমী সৈন্য যে তাকে হারবীছের অবস্থানের জায়গা সম্পর্কে অবগত করেছিলো তাকে ওয়াদা মুতাবেক মুক্তি দেন। –ফুতুহুস শাম:৮৮-৮৯/১।

ইসলামের রুকন

রুমের বাদশা তার দুই বাহাদুর যোদ্ধাকে পাঠালো মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে এবং তাদের সেনাপতিকে হত্যা করতে। একজনের নাম ছিলো কুলূস বিন হিনা অপরজনের নাম গাজাজীর। রুম বাহিনীর সাথে

www.nagorikpathagar.org

তুমুল যুদ্ধ চলছে। সফল সিপাহসালার, বাঘের বাচ্চা, রণবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ঘোড়ায় আরোহণ করে এমন বেশ ধরে বের হলেন, কোন রুম সৈন্য তাকে চিনতে পারলো না যে, তিনি মুসলিম সেনাপতি। ওদিকে কুলূস ও গাজাজীরের মধ্যে লটারি করা হলো, কে আগে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর সাথে যুদ্ধ করতে বের হবে। লটারিতে কুলূসের নামটা উঠে আসলো।

কুলূস তার এক প্রতিনিধিকে সাথে নিয়ে চলছে আরব সেনাপতির মুকাবিলা করতে। পথিমধ্যে তার প্রতিনিধিকে কুলূস বলে যে, আমাকে যদি তুমি পরাজিত হতে দেখ, তাহলে তুমি তাকে আক্রমণ করবে, যাতে কোন রকম আজ দিনটা পারি দিতে পারি। আর আগামীকাল যেন গাজাজীর তার সাথে লড়তে আসে। প্রতিনিধি বললো, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি তাকে কথা বলে ভয় দেখিয়ে দেব। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর দিকে দুই জনকে আসতে দেখে রাফি ইবনে উমায়েরও তার সাহায্যে বের হতে চাইলেন; কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. রাফিকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, হে রাফি! তুমি থাক, আমিই তাদের জন্য যথেষ্ট। এবার কুলূসের তরজুমান খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কে বললো, হে আরবী ভাই! আপনার উপর এই বীর পুরুষ, রুকনে মালিক তথা বাদশার ডান হাত আক্রমণ করার পূর্বে আপনার কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকলে আমাকে তা বলুন। এই কথা শুনে হুংকার ছেড়ে সিংহশাবক বলে উঠলেন, হে আল্লাহর দুশমন! এই যদি হয় বাদশার রুকন তাহলে শুনে রাখ, আমি হলাম ইসলামের রুকন। এই আমি হলাম রণবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবী। একথা শুনার পর যখন কুলূসের তরজুমান-প্রতিনিধি বুঝতে পারলো যে, তিনি হলেন সিংহপুরুষ, বীর-বাহাদুর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো এবং কাঁপতে কাঁপতে পিছু হটতে থাকলো। এ দেখে কুলূস তাকে বললো, আরে আহাম্মক! শুরুতে দেখলাম অনেক তেজের সাথে সামনে বাড়লে, এখন পিছু হটছো কেন? কুলূসের প্রতিনিধি উত্তর দিলো, কসম মাসীহের! আমি জানতাম না যে, আরব সেনাপতি হলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.। যিনি শাম দেশে তাঁর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছেন। এরপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। কুলূস লড়াইয়ে হেরে যায়

www.nagorikpathagar.org

এবং খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর হাতে বন্দী হয়। কুলূসকে বন্দী দেখে মুসলিমবাহিনী আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখরিত করে তোলেন চারপাশ। –ফুতুহুস শাম:৩৫-৩৬/১।

বিশ্রাম তো জান্নাতে

বীরউত্তম-বীরবিক্রম, খোদার উন্মুক্ত তরবারি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধের পর রুমী বাহাদুর কুলূসকে নিয়ে মুসলিম বাহিনীতে ফিরলেন। একটু পরই দ্বিতীয়বারের মতো আবার বায়ুবেগে ছুটলেন রুম শত্রুদের আক্রমণ করতে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিরলস আক্রমণ দেখে নির্ভীক নিবেদিত প্রাণ দারর ইবনে আজওর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করে তাকে বলেন যে, হে মহামান্য আমীর আপনার দায়িত্ব এবার আমাকে দিয়ে আপনি একটু বিশ্রাম করুন। তার এসব কথা শুনে ইসলামের প্রাণপুরুষ-শত্রুর মুকাবেলায় যার শান্তি-বললেন, হে দারর! আরাম বিশ্রাম সে তো জান্নাতে। অতঃপর বিদ্যুৎবেগে ছুটলেন রণক্ষেত্রে।

–ফুতুহুস্ শাম: ৩৬/১।

সিংহের শিকার

কুলূসের তরজুমান ও প্রতিনিধি জারজাছ বায়ু বেগে পৌঁছলো রুমবাহিনীর শিবিরে। ভয়ে তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। তার শরীর ঘামছিলো এবং কাঁপছিলো। সৈন্যরা তাকে কৌতুহলি হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কী হয়েছে জারজাছ তুমি কাঁপছো কেন? জারজাছ বললো, হে আমার কওম! অপ্রতিরুদ্ধ মৃত্যুসিংহ আমার পিছনে ধেয়ে আসছে। সে হলো রণবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সে আমাদেরকে খোঁজে বের করবেই। তাকে ঠেকানোর শক্তি কারও নেই। আমি অনেক চেষ্টা করে প্রাণে বেঁচে এসেছি। হে আমার জাতি! সে তাঁর দলবল নিয়ে এসে গেলে কিন্তু তোমাদের কারও রেহাই নেই। সুতরাং তোমরা তাঁর সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হও। জারজাছের এমন করুণ বক্তব্য শুনে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর মুকাবেলায় বের হলো আযাজীর। তবে তার অন্তর ছিল ভয়ে পরিপূর্ণ। এরপরও নিজের বীরত্ব প্রকাশ করতে

www.nagorikpathagar.org

সামনে এগিয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে বললো, হে আরব সর্দার নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে কে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করলো? মৃত্যুকে ভয় করো না? মৃত্যুকে তুমি ধ্বংস মনে করো না? তুমি মরলে তো তোমার দল সেনাপতি শূন্যতায় ভুগবে। উত্তরে তিনি বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! আমি এবং আমার দলের সবাই মৃত্যুকে গণিমত মনে করি। আর হায়াতকে ক্ষতিকর ভাবি। এবার আজাজীর বললো, তোমরা আমাদের কাছে কী চাও? খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, আমাদেরকে জিযিয়া - কর দিয়ে জিম্মি হয়ে থাকতে হবে। আজাজীর বললো, আমরা তোমাদের এতো সম্মান দিলে তো তোমরা আমাদের মাথায় ওঠবে। যার পর নাই অত্যাচার করবে। অতএব এক্ষুণি তোমাদের উচিৎ শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি, যাতে তোমাদের পালানো ব্যতীত কোন উপায় না থাকে। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. আজাজীরের এসব অবাঞ্ছিত ও অবান্তর কথা শুনে তার ওপর বজ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আজাজীর যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখার কবলে পড়েছে। ফলে সে পলায়ন করতে প্রস্তুত হলো । ওদিকে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর ঘোড়াটি ক্লান্ত হয়ে হাঁফাচ্ছিল। তাই তিনি ঘোড়া থেকে নিচে নামলেন। আযাজীর তাকে নিচে নামতে দেখে ফের আক্রমণ করে বসলো। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তার আঘাত ফেরালেন এবং আযাজীরের ঘোড়ার পা কেটে দিলেন। এতে আযাজীর মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং মৃত্যুর সিংহের শিকারে পরিণত হলো। –ফুতুহুস শাম ২৮/১

খালিদ ও রুমের আমীর

ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন জুরজাহ নামক রুমের এক বড় বীর আমীর তাদের কাতার থেকে বেরিয়ে এসে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে আহ্বান জানালো। তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়ে দ্রুত চললেন জুরজাহের দিকে। উভয়ের ঘোড়ার মুখ বরাবর হলো। জুরজাহ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কে বললো, হে খালিদ! তুমি আমাকে কিছু সংবাদ জানাও যাতে আমি তোমার প্রতি আস্থা রাখতে পারি। তুমি মিথ্যা বলো না, কেননা কোন স্বাধীন লোক মিথ্যা বলে না। তুমি আমাকে ধোঁকা দিও না, কেননা কোন ভদ্রলোক বা শরীফ ও কারীম লোক কাউকে ধোঁকা দেয় না। অতঃপর

www.nagorikpathagar.org

জুরজাহ বললো, তোমাদের নবীর কাছে আসমান থেকে কি কোন তরবারি আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন, যা তোমাকে তিনি দান করেছেন, ফলে তুমি সেটা যেই কওমের বিরুদ্ধে চালাও সেই কওমের উপর তুমি বিজয় লাভ করো? খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. উত্তর দিলেন, না এমন কোন তরবারি আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নবীর কাছে পাঠাননি। জুরজাহ্ বললো, তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমাকে সাইফুল্লাহ্ বা আল্লাহর তরবারি বলা হয়? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের মধ্যে একজন নবী পাঠালেন। যিনি আমাদেরকে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। অতঃপর তাঁর ডাকে কেউ সাড়া দিলো, আবার কেউ তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। কেউ মিথ্যাবাদী বললো এবং দূরে সরে গেলো; আবার অনেকে তাঁর অনুসরণ করলো। আমি ছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো এবং তাঁর থেকে দূরে অবস্থান করলো। অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে দিলেন এবং আমাদের হেদায়েত দান করলেন। আমরা তাঁর অনুসারী ও ভক্তবৃন্দে পরিণত হলাম। ফলে একদিন তিনি আমাকে বললেন, হে খালিদ! তুমি হলে আল্লাহর উন্মুক্ত তরবারি যা তিনি কাফেরদের জন্য কোষমুক্ত করেছেন। এরপর আমার জন্য তিনি সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার দোয়া করলেন। তারপর থেকে আমাকে বলা হয় সাইফুল্লাহ্ বা আল্লাহর তরবারি। সেদিন থেকে আমি কাফেরদের জন্য হয়ে গেলাম অনেক কঠিন ব্যক্তি। দীর্ঘ কথোপকথনের পর জুরজাহ্ বললো, হে খালিদ! তুমি কিসের দিকে আমাকে ডাকছো? তিনি বললেন একত্ববাদের কালিমা তথা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। জুরজাহ্ বললো, এতে সাড়া না দিলে তার কী করণীয়? খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, সে জিযিয়া-কর দিয়ে আমাদের নিকট জিম্মী হয়ে থাকবে। জুরজাহ্ বললো, যদি না দেয় তাহলে? তিনি উত্তর দিলেন আমরা তাকে যুদ্ধের আহ্বান করি, এবং তার সাথে লড়াই করি। জুরজাহ্ বললো, যদি কেউ তোমাদের ১ম কথায় সাড়া দেয় তাহলে তার অবস্থান কোথায়? খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা যে সব কাজ ফরজ করেছেন সেসবের মাঝে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সমান। অর্থাৎ নতুন-পুরাতন, ধনী-গরীব ফরজ কাজে সবাই সমান। জুরজাহ্ বললো, আজ যে

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের সাথে নতুনভাবে যোগ দিবে সে কি তোমাদের সমান সওয়াব পাবে? খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. উত্তর দিলেন অবশ্যই। অতঃপর জুরজাহ্ বললো, তুমি আমাকে সত্যি কথা বলেছো, কোনো ধোঁকা দাওনি। অতএব আমি তোমার দলে যোগ দিলাম।

–আলবিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ১২–১৩/৭।

আমরা রক্ত খেতে এসেছি

ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন রুম সেনাপতি মা'হান খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর বের হওয়ার অপেক্ষায় ছিলো। অতঃপর তিনি বের হলে মা'হান তাকে ঘোড়ায় আরোহিত দেখতে পেলো। বাস্তবে যেন এক সিংহশাবককে ঘোড়ায় উপবিষ্ট দেখছেন। মা'হান তার নিকট খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হয়ে তিরস্কার করে বললো, হে খালেদ! তোমাদের দেশে নাকি দুর্ভিক্ষ চলছে? ফলে তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে কিছু সম্পদ অর্জন করতে এসেছো। তো-চলো আমার সাথে তোমাদের প্রত্যেককেই দশটি করে স্বর্ণমুদ্রা এবং কিছু খাদ্য-বস্ত্র দিয়ে দিচ্ছি সেগুলো নিয়ে দেশে ফিরে যাও। আগামী বছর আবার এসো এভাবেই কিছু দিয়ে দিব। এসব শুনে আরববীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. পূর্ণ মর্যাদা এবং আভিজাত্য নিয়ে বললেন, আরে ভীতু কাপুরুষরা! আমাদের সাথে মস্কারী? শুন! আমরা তো এসেছি তোদের রক্ত খেতে। আমরা তো রক্তখেকো মানুষ। আর আমরা শুনেছি যে, সবচেয়ে সুস্বাদু রক্ত নাকি রুমীদের রক্ত। তাই তোদের রক্ত আমাদের খুব প্রয়োজন। মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর এমন উত্তর শুনে মা'হান কাঁপতে কাঁপতে দ্রুত তার বাহিনীর কাছে ফিরে গেলো। –আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ১০/৭।

খালিদের সিরাত

নির্ভীক সৈনিক খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর কথা রুমবাহিনী শুনলেই তাদের অন্তরে ভূমিকম্প শুরু হয়। একবার বা'হান নামক রুমী সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কে খুব কাছে থেকে দেখার জন্য দূত পাঠালেন। দূতের সাথে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ও তাঁর বন্ধুবর হারেস

www.nagorikpathagar.org

ইবনে আজদী চললেন। দুইজন বা'হানের নিকটবর্তী হলে তার তরজুমান ও প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমাদের মধ্যে কে খালিদ? খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. উত্তর দিলেন আমি। প্রতিনিধি বললো, আপনি একা চলুন এবং আপনার সাথীকে ফিরে যেতে বলুন। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, সে তো আমার ঘনিষ্ঠ লোক, তাকে ছাড়া তো আমি যেতে পারি না। তরজুমান বললো, তাহলে হারেসকে তার তরবারি রেখে যেতে বলুন। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, সে কখনই তার গর্দান থেকে তরবারি নামায় না। তরজুমান তাদের কথা বা'হানের কাছে পৌঁছে দিলো। বা'হান বললো, ঠিক আছে, অস্ত্রসহ তাদের আসতে দাও। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বা'হানের নিকট প্রবেশ করলে বাহান তাকে স্বাগতম জানায়। অতঃপর বা'হান খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে বললো, আপনি নিশ্চয় আরবের কোন সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বংশের সন্তান হবেন। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. অত্যন্ত নম্রভাবে বললেন, ব্যক্তির আভিজাত্য তো হলো তার ধর্ম। অতএব যার কোন ধর্ম নেই, তার কোন আভিজাত্য নেই। এমনিভাবে পরিণামের দিক থেকে সর্ব উত্তম বীরত্ব ও সাহসিকতা হলো তা, যা প্রকাশ পায় আল্লাহর আনুগত্যের জন্য। এমন সব বক্তব্যে বাহা'ন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো এবং খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. সিরাত ও সুরাত সবকিছু তাকে খুব প্রভাবিত করলো। –তারিখে ইবনে আসাকির: ৪৫৪/১১

রাজকন্যা

ইসলামের কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব, গৌরবময় উজ্জ্বল নক্ষত্র, সাহাবীয়ে জলীল হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. রুমবাহিনীর প্রধান সেনাপতি বাদশা হিরাক্লিয়াসের জামাতা তাওমাকে হত্যা করে রাজকন্যাকে বন্দী করে নিয়ে যান। ফলে বাদশা তার কন্যাকে মুক্ত করার জন্য এক রাজদূতকে পাঠান মুসলিম বীর-সিপাহসালার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর নিকট। রাজদূত তাঁর নিকট পৌঁছে বললো, আমি বাদশার দূত। বাদশা আপনাকে বলেছেন, হে খালিদ! তুমি আমার সৈন্যদের সাথে যে আচরণ করেছো এবং আমার জামাতাকে হত্যা করে কন্যাকে বন্দী করেছো, এ সবকিছু

www.nagorikpathagar.org

অবগতির পর আমি তোমার কাছে আবেদন করছি যে, হয়তো আমার কন্যাকে আমার কাছে বিক্রি করবে, না হয় অনুগ্রহপূর্বক আমার মেয়েকে আমাকে হাদিয়া হিসেবে দান করবে। নিশ্চয় দয়া ও অনুগ্রহ তোমার স্বভাব এবং বংশের আভিজাত্যের প্রতীক। নিঃসন্দেহে যে দয়া করে না, সে কখনও দয়াপ্রাপ্ত হয় না। তবে আমি কামনা করি আমাদের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি হোক। এরপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. অত্যন্ত গৌরব ও সাহসিকতার সাথে বললেন, হে রাজদূত! তুমি গিয়ে তোমার বাদশাকে বলবে যে, মুসলিম সেনাপতি কসম করে বলেছেন, আপনার সিংহাসন এবং রাজত্ব দখল না করা পর্যন্ত সে ফিরে যাবে না। তবে আপনার কন্যাকে তাঁর পক্ষ থেকে আপনার জন্য হাদিয়া স্বরূপ দান করেছেন। অতঃপর দয়ার আধার তাপস সিপাহসালার রাজকন্যাকে রাজদূতের হাতে বাদশার জন্য হাদিয়া স্বরূপ তুলে দেন। –ফুতুহুস শাম ৯০:৯১/১।

খালিদ ও পাদ্রী

তাপস রণবীর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. একদিন খ্রিস্টানদের এক উপাসনালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে বয়োবৃদ্ধ খ্রিস্টান এক পাদ্রী দায়িত্বে ছিলো। তিনি বসরার বিখ্যাত বুহাইরা পাদ্রীর শাগরিদ। ভিতরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, জনাব! দুনিয়াকে কেমন পেলেন? পাদ্রী উত্তর দিলো, শরীর খুব দুর্বল হয়ে গেছে, আশা-বাসনায় নতুনত্ব বাড়ছে, মৃত্যু খুবই নিকটবর্তী হচ্ছে, যা সব আকাঙ্ক্ষার মুখে ছাই দিয়ে জীবনের ইতি টানবে। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, জনাব! আপনার পরিবার-পরিজনের কী অবস্থা? পাদ্রী উত্তর দিলো, কেউ কিছু পেলে তাকে বঞ্চিত করি, আর কেউ কিছু রেখে গেলে তার প্রতি লোভ করি। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, জনাব! আপনার সবচেয়ে উত্তম সাথী কে? পাদ্রী উত্তর দিলো নেক আমল এবং পরহেজগারিতা। ক্ষতিকর সাথীর কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিলো, নফছ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ। এবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, জনাব! একাকিত্ব আপনার কেমন লাগে? উত্তরে বললো, তা আমি খুব পছন্দ করি। আবার জিজ্ঞাসা করলেন যে, তা থেকে কী

www.nagorikpathagar.org

ফায়দা লাভ করেছেন? উত্তর দিলো মানুষের তোষামোদ থেকে স্বস্তি লাভ করেছি। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. বললেন, হায়! তার এতো সুন্দর চিন্তা-চেতনা যদি ইসলামের উপর থাকা অবস্থায় হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো। তিনি এবার পাদ্রীকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁর ব্যাপারে জনাব আপনার কী মতামত? পাদ্রী উত্তর দিলো, তিনি তো নবীদের সরদার, সর্বশেষ নবী, পুত-পবিত্র, উম্মাতের কাণ্ডারী, দয়া ও অনুগ্রহের আধার। রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে রাহমাতুলল্লীল আলামীন, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ রাসূল। এমন হৃদয়স্পর্শী গুণকীর্তন শুনে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জনাব! এতো সব জানার পরও আপনি কেন ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামের দিকে হিজরত করেন না? যা আপনার জন্য অত্যন্ত মঙ্গল ও কল্যাণকর। পাদ্রী উত্তর দিলো, ভাই! সবই তো জানি, বুঝি, কিন্তু আমার অন্তর দুনিয়ার মুহাব্বতে পরিপূর্ণ। -ফুতুহুস শামঃ ৭৬/২।

খালিদের প্রতি শ্রদ্ধা

একবার রুমের এক রাজদূত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। মুসলিম সেনাশিবিরে রাজদূত উপস্থিত হয়ে ভাবলো, আমি মনে হয় ভুলে কোন উপাসনালয়ে ঢুকে পরেছি। সবাইকে তিনি জিকির, তেলাওয়াত এবং দোয়াতে মশগুল পেলেন। কিছুক্ষণ পর একজনকে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে তার স্থান দেখিয়ে দেয়। তাঁর নিকটবর্তী হয়ে রাজদূত সওয়ারী থেকে নেমে তাকে সম্মানী সেজদা করতে চাইলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। রাজদূত বললো, মহামান্য সেনাপতি! এটা তো আপনার প্রাপ্য। কারণ, আপনি এক সফল সিপাহসালার। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তিনি বললেন, ভাই! আমি তো তাদের আমীর বা সেনাপতি ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ আমি সত্য ও ন্যায়-নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো, আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবো। আর অনুগ্রহশীলদের প্রতি অনুগ্রহশীল হবো। আর দৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের প্রতি কঠিন হবো। এই মানদন্ড থেকে বিচ্যুত হলে আমি আর তাদের সেনাপতি

www.nagorikpathagar.org

হওয়ার যোগ্য থাকবো না। এসব শুনে রাজদূত বললো, আপনারাই হলেন সেই সম্মানিত জাতি যাদের ব্যাপারে হযরত ঈসা আ. সুসংবাদ দিয়েছেন। নিশ্চয় সত্য হলো আপনাদের অবিচ্ছিন্ন ছায়াসঙ্গী। -ফুতুহুস শাম:৮১-৮২/২।

শাহাদাতের তামান্না

একবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ইউনুস নামী তাঁর এক বন্ধুকে অনেক মাল হাদিয়া দিয়ে বললেন, যাও দোস্ত! এগুলো দিয়ে একটা বিয়ে করে নাও অথবা রুমী কোন ক্রীতদাসী ক্রয় করে নাও। আল্লাহর জন্য নিবেদিতপ্রাণ-আশেকে ইলাহী ইউনুস পরিপূর্ণ ঈমানী স্বাদ অনুভব করে বললো, কসম খোদার! আমি এই দুনিয়ার কোন মেয়েকে বিবাহ করতে চাই না। আমি কেবল আখেরাতে হুরে আইনকে বিবাহ করতে চাই। এরপর শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত এই নির্ভীক সৈনিক শত্রুদের মুকাবিলা করার সময় এক আকস্মিক তীর তার বুক ছিদ্র করে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। এতক্ষণে তার রূহ দুনিয়ার মাটি ছেড়ে জান্নাতের মাটিতে বিচরণ শুরু করে দিয়েছে। রাত্রিবেলায় রাফি বিন উমাইর আত্তাঈ তাকে স্বপ্নে দেখতে পায়, সে স্বর্ণের জুতা পরিধান করে মুক্তার মুকুট মাথায় দিয়ে সবুজ বাগানে বিচরণ করছে। রাফি বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে ইউনুস! তোমার সাথে আল্লাহ তা'য়ালা কেমন আচরণ করলেন? ইউনুস বললো, দুনিয়ার একজন স্ত্রীর পরিবর্তে আমাকে তিনি সত্তরটি হুর দান করেছেন। তাদের একজন যদি তার চেহারা দুনিয়ায় প্রকাশ করে, তাহলে চন্দ্র-সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে রাফি বিন ওমাইর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে তার স্বপ্নের কথা বললে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, কসম খোদার! এটা তার শাহাদাতের প্রতিদান। ওহ! যাকে শাহাদাত দান করা হয়েছে, সে কতই না শান্তিতে আছে। -ফুতুহুস শাম:২১৫/২।

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়া বিরাগী খালিদ

ইসলামের সিংহপুরুষ, খোদার উন্মুক্ত তরবারি এবার মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে এই তেজস্বী মানুষটি। দুর্বল আর ক্ষীণ আওয়াজে বলছেন, হায়! সারাটা জীবন যুদ্ধের ময়দানে কাটালাম। শহীদিপ্রেরণা নিয়ে কত যুদ্ধে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করলাম, যার ফলে শরীরের এমন কোন অঙ্গ নেই, যাতে তীর-বর্শা কিংবা তরবারির আঘাতের চিহ্ন নেই। অথচ এই আমি উটের মত স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করছি, তাও আবার বিছানায় শুয়ে থেকে! আল্লাহর কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাহ"কে সমুন্নত করার আমল ব্যতীত আমার কোন আমল নেই, যার দ্বারা আমি আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ তলব করবো। মৃত্যুশয্যায় শায়িত এই বীরকে দেখতে এসেছেন হযরত আবু দারদা রাযি.। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাকে শেষ অছিয়ত করছেন, হে আবু দারদা! আমার সব ঘোড়া এবং অস্ত্র আল্লাহর রাস্তার জন্য ওয়াকফ করছি। মদীনায় অবস্থিত আমার বাড়িটি সদকা করছি এবং এর ব্যয় করার অধিকার হযরত ওমর রাযি.কে দিচ্ছি। তিনি ইসলামের কতই না উত্তম হিতাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং তুমি তাকে অবগত করবে যে, তিনি যেন আমার অসিয়ত পূরণ করেন। অতঃপর হযরত ওমর ফারুক রাযি. এর কাছে বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর তিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর দুনিয়া বিরাগী হওয়ার ব্যাপারে অনেক প্রশংসা করে বলেন যে, আল্লাহ আবু সুলাইমানকে চিরশান্তিতে রাখুন। সত্যিই তিনি আমাদের ধারণার অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। –সিয়ারু আলামিন নুবালাঃ ৩৮৩/১।

জিহাদ আমাকে ব্যস্ত রেখেছে

একদিন মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জোরপূর্বক তাকে লোকজন ইমাম বানিয়ে দেন। ফলে নামাযে তিনি ইমামতি করেন, কিন্তু কেরাত পাঠ করলেন বিভিন্ন সূরার অংশ-বিশেষ। অতঃপর যখন নামায শেষ করলেন, উপস্থিত মুসলিমদের দিকে ফিরে তাদেরকে বললেন তাঁর অপারগতার কারণ কী। তিনি বললেন যে, হে

www.nagorikpathagar.org

ভাইয়েরা! জিহাদ আমাকে কোরআন হেফজ করা থেকে ব্যস্ত রেখেছে। ফলে আমার দীর্ঘ সূরা নামাজে পাঠ করা সম্ভব হয় না।

−মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবা:২৬৫/২।

বাঁচা-মরার সন্ধিক্ষণে

সমরবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. ঘুমাচ্ছেন। যেন বাস্তব কোন সিংহ সারাদিন শিকার করে ঘরে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। অনেক লোক-স্বজনরা ভীড় করছে তাকে এক নজর দেখে চোখ জুড়াতে। তাকে দেখে আফসোসের স্বরে লোকজন বলছে, নিশ্চয় তিনি অগ্রগামীদের একজন। মৃত্যুর হিংস্র থাবায় আহত ব্যক্তিটি তাঁর দুর্বলকণ্ঠে ক্ষীণ আওয়াজে বললেন, অবশ্যই আমিও এজন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করছি।

−মাজমাউজ জাওয়ায়েদ:৩৫০/৯।

কাপুরুষের চক্ষুতো বিনিদ্র নয়

রণবীর-রণকেশরী, খোদার নাঙ্গা তরবারি বিছানায় শুয়ে আছেন মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করার প্রস্তুতি নিয়ে। কত সেবা শুশ্রূষাকারীরা পাশে বসে, সুস্থতার আশা বুকে বেঁধে প্রহর পার করছেন। হঠাৎ মহাবীরের গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ভারাক্রান্ত কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে, ক্ষীণ আওয়াজে বলছেন, হায়! কত শত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম! যার দরুন শরীরে বর্শা আর তরবারির আঘাতের চিহ্ন ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। অথচ বিছানায় পড়ে থেকে আমি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করছি। ওদিকে ভীতু-কাপুরুষদের চক্ষুতো বিনিদ্র নয়। অতঃপর কেঁদে-কেঁদে বললেন, হায়! সারাটা জীবন শাহাদাতের পেয়ালা খোঁজে ফিরেছি। এতদসত্ত্বেও আমার মৃত্যু হচ্ছে বিছানায় পড়া থাকা অবস্থায়! তাও আবার স্বাভাবিক মৃত্যু। একমাত্র আল্লাহর কালিমাকে আমার জন্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য আমল মনে করি ঐ রজনীর তুলনায়, যে রজনীতে বর্ম পরিধান করে, তরবারি ও ঢাল হাতে নিয়ে মুষলধার বৃষ্টিতে সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলাম। অতঃপর সকাল বেলা কাফেরদের উপর আক্রমণ করেছি। সত্যিই তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর রাস্তার মহান মুজাহিদ। তিনি বলতেন, আমার জানা নেই, কোনো দিন

www.nagorikpathagar.org

আমি যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছি। আল্লাহ্ তা'য়ালা যে কোনদিন আমাকে শাহাদাতের অমিয়সুধা নসীব করবেন? –সিয়ারু আলা'মিন নুবালা ৩৮২/১।

অপ্রিয় খবর

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. সাথীদের নিয়ে মক্কায় রওয়ানা করেছেন। সাথীদের মধ্যে হযরত তালহা রাযি.ও ছিলেন। পথিমধ্যে কোথাও বসলে সংবাদ আসলো, রণবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. মৃত্যুবরণ করেছেন। মহান বীরের মৃত্যুর খবর যেন তাঁর কানে বজ্রের মত বেজে ওঠলো। বেদনাতুর বিচ্ছেদের খবরে তাঁর সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠলো। হৃদয়সাগরে শোকের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। শোকাতুর কণ্ঠে সাথীদের ডাক দিলেন, হে আবু মুহাম্মাদ! হে তালহা! শুনেছো তোমরা, আবু সুলাইমান নাকি আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে! খালিদ বিন ওয়ালীদ নাকি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। শোকের সংবাদে মর্মাহত হয়ে হযরত তালহা রাযি. বললেন, হে আমীরুল মুমিনিন! কারও মৃত্যুতে তো আপনাকে এতো শোকাহত হতে দেখিনি যেমনটি আজ আপনি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর মৃত্যুতে হচ্ছেন।

–সিয়ারু আলা'মিন নুবালা:৩৮২/১ –আল ইছাবাহ ২৫৫/২।

এমন ব্যক্তির মৃত্যুতে কান্না করাটা স্বাভাবিক

উম্মাহর অতন্দ্রপ্রহরী, জাতির কর্ণধার, সফল সিপাহসালার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর মৃত্যুর সংবাদে গোটা মদীনা শোকের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। বনু মুগীরার মহিলাগণ খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর বাড়িতে এসে কান্না-কাটি করছেন। ফলে আমীরুল মুমিনিন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.কে কেউ বললো, হযরত আপনি মহিলাদেরকে কিছু বলুন, যাতে তারা কান্না না করেন। অতঃপর হযরত ওমর রাযি. বললেন, শরীয়তের খেলাফ কান্না না হলে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। উচ্চস্বরে আওয়াজ করে, চেহারায় আঘাত করে-করে কান্না করা নিষেধ। এমন না হলে তাঁর জন্য কান্না করাটাই স্বাভাবিক। তবে ক্রন্দনকারীদের উচিৎ তাঁর জন্য নিরবে অশ্রু ঝরানো। –আল মুসতাদরিক:৩৩৬/৩।

www.nagorikpathagar.org

বন্ধী মুসলিম

মুসলিম উম্মাহর অতন্দ্রপ্রহরী খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর নিকট খবর পৌঁছলো যে, খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রমে বসবাসকারী বিত্বরীক নামক এক সন্ন্যাসী আরব বনিক দলের উপর আক্রমণ করে এক জন মুসলমানকে অপহরণ করেছে। সে তাকে অনেক শাস্তি দিচ্ছে, যাতে সে তার ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়ে যায়। তার দ্বারা অনেক কায়িক পরিশ্রমও করান। তাকে প্রহার করে এবং বলে যে, রহমানকে অস্বীকার করে ক্রুশবিদ্ধ ঈসাকে সেজদা কর। এমন নির্মম নির্যাতনের কথা শুনে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর শরীর শিউরে ওঠলো। তৎক্ষণাত তার সাথে সুরাহবিল ইবনে হাসান, আমের ইবনে রাবীয়া, ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান, কাকা ইবনে আমর, এবং হিমাম ইবনে সাঈদ প্রমুখ মুজাহিদদের নিয়ে আশ্রমের দিকে ছুটলেন। চলতে চলতে আশ্রমের নিকটে পৌঁছে বিত্বরীককে দেখতে পেলেন একটি জবেহকৃত বন্যপ্রাণী নিয়ে আশ্রমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন সেবককে আগুন জালিয়ে পশুটা পুড়ে ভূনা করতে বললো। এরপর যখন ভূনা হয়ে গেলো, বিত্বরীক এবার বসে তা খেয়ে মদ পান করতে লাগলো এবং বললো, মুহাম্মাদী লোকটাকে নিয়ে এসো। লোকটি উপস্থিত হতেই বিত্বরীক অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেওয়া শুরু করলো। এরপর বললো, তোর নতুন-নতুন চামড়া আমাকে ক্লান্ত করে দিচ্ছে। তবুও তোকে আমি ছাড়বো না যতক্ষণ না তুই তোর ধর্ম ত্যাগ করবি। এবার মুসলমান লোকটি খুব প্রশান্তির সাথে বললো, জেনে রাখ হে জালেম! সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। আমি সর্ব প্রকার কষ্ট সহ্য করতে রাজি আছি, কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি নই। অকুতোভয় মুসলমানের এমন দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য শুনে বিত্বরীক রাগে ফেটে পড়লো, এবং তাকে প্রহার করতে উদ্ধত হলো। ওদিক থেকে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. সিংহের মত হুংকার ছেড়ে বিত্বরীকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বর্শা দিয়ে এমন এক আঘাত করলেন, যেন পশুরাজ সিংহের থাবা খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। অতঃপর মজলুম মুসলমান লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে ভাই?

www.nagorikpathagar.org

লোকটি উত্তর দিলো, আমি উমাইয়া ইবনে হাতেম; এই যালেম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর খেলাফতের শেষ কালে আমাকে বন্দি করেছিলো। শেষে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. তাকে মুক্ত করে পরিবার-পরিজনের কাছে পৌঁছে দেন। –ফুতুহুস শাম:৭৮-৭৭/২।

একটি সত্য স্বপ্ন

রৌমাশ নামের রুমের এক বড় ব্যক্তিত্ব চুপে চুপে ইসলাম গ্রহণ করলো। তার স্ত্রীকেও ইসলাম গ্রহণের কথা বললো না। কিছু দিন পর রৌমাশের স্ত্রী মদীনায় এসে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর কাছে গিয়ে বললো, হে খালিদ! আপনি আমাকে রৌমাশ থেকে রক্ষা করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কিভাবে রক্ষা করতে পারি? রৌমাশের স্ত্রী বললো, গতরাতে আমার কাছে চন্দ্রের চেয়ে অধিক উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট এক অপূর্ব লোক আসলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন মুহাম্মাদ! অতঃপর আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে আমি ইসলাম গ্রহণ করি। যাওয়ার সময় আমাকে দুটি সূরা শিক্ষা দিয়ে যান।। স্বপ্ন শুনে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. অবাক হয়ে তরজুমান বা দোভাষীকে বললেন, মহিলাকে উক্ত সূরাদ্বয় পড়তে বলো। ফলে মহিলা সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস পাঠ করে এবং কালেমায়ে তায়্যিবা ও কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে। অতঃপর মহিলা বললো, হে ভাই খালিদ! হয়তো আমার স্বামী মুসলমান হয়ে আমাকে নিয়ে ঘর সংসার করবে, অন্যথায় সে যেন আমাকে মুসলমানদের মাঝে রেখে যায়। আমি মুসলমানদের সাথে জীবন-যাপন করতে চাই। তার কথা শুনে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. হেসে ফেললেন এবং বললেন, আরে বোন! তোমার স্বামী তো তোমার আগেই মুসলমান হয়ে গেছে। এবার মহিলা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললো এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে হাসি মুখে বাড়ি ফিরলেন। –ফুতুহুশ্ শাম:৩০-৩১/১১।

www.nagorikpathagar.org

সৌভাগ্যবান খালিদ

ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নতকারী হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর মৃত্যুর পর বনু মাখযুমের কবি হিশাম ইবনুল বুখতারী আমীরুল মুমিনিন ওমর রাযি. এর দরবারে উপস্থিত হলো। ওমর রাযি. হিশামকে বললেন, হে হিশাম! খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে নিয়ে কোন কবিতা তৈরি করে থাকলে আমাকে তা আবৃত্তি করে শুনাও। ফলে হিশাম তার রচিত কবিতা পাঠ করে শুনালে ওমর রাযি. বললেন, হে হিশাম! আবু সুলাইমানের যথার্থ প্রশংসা তুমি করতে পারনি। শুন! সারাজীবন তিনি তো শিরক ও তার ধারক বাহকদের মূল উৎপাটন করতে স্বাচ্ছন্ধবোধ করেছেন। আল্লাহর ভয়ে অন্যের বিপদে কোনদিন আনন্দিত হননি। অতঃপর বনুতামীমের এক কবির বরাত দিয়ে তার কবিতার কয়েক লাইন পাঠ করেন যার মমার্থ এই-

"যে মরে গেছে তাকে না বরং যে বেঁচে আছে তাকে বলো, মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করো। কেননা, তুমিও সে পথের পথিক। থাকতে সময় কিছু না করলে অর্জন আফসোস করবে অধিক। তার জীবন তো জীবনই না, যে আমার (লোকের) উপকার পাওয়ার আশা করে। লম্বা হায়াত পেয়েও মৃত্যুর পর আমার চেয়ে বিলম্বে জান্নাতে প্রবেশ করে।"

পরিশেষে ওমর রাযি. বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা আবু সুলাইমানের প্রতি রহম করুন। নিশুয় আল্লাহর নিকট তিনি দুনিয়ার চেয়ে অনেক উত্তম স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। জীবন-যাপন করেছেন প্রশংসা নিয়ে আর মৃত্যুবরণ করেছেন সৌভাগ্যবান হয়ে। অথচ আমি দেখছি যুগ তা স্বীকার করছে না।

–তারিখে দামেশক: ২৭৯/১৬।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

دار السلام

DARUSSALAM
BANGLADESH